শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

কমলতারিণী

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস বসু কর্ত্তৃক

বিরচিত

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৫ নং ভবনে।

সন ১২৭৪ ৮ ই মাঘ।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে বটতলা নজীরাদি দোকানে নিম্ন লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলে পাইবেন।

প্রতি খণ্ড ।৷০ আনা মাত্র

এই পুস্তক প্রথমাবধি ৬ ফর্ম্মাপর্য্যন্ত সিটি বেঙ্গল প্রেস
যন্ত্রে মুদ্রিত ও ৭ ফর্ম্মা অবধি শেষপর্য্যন্ত টাউন
চন্দ্রোদয় যন্ত্রে শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

চণ্ডিকা ব্রত প্রকাশাভিলাষে কমলতারিণী বৃত্তান্ত যথা সাধ্য ক্রমে বর্ণনা করিলাম। তাঁহারা মহামায়ার আদেশানুসারে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করত ঐ ব্রত প্রচার করেন। কিন্তু আমি একেবারে মানসসিদ্ধ হইতে পারিলাম না। আমি গুণ বিহীন, পাঠক মহাশয়েরা সকল দোষ সংশোধন করত এ অজ্ঞাজনে করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন। আপাততঃ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি যদ্যপি কমলতারিণী গ্রন্থখানি কোন মতে মহাশয়দিগের অন্তঃকরণে আমোদ জন্মাইতে পারে, তাহাহইলে আমি অচিরে চণ্ডীকা ব্রত প্রচার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিব।

৪ মাঘ। শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস বসু।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

অথ তারিণীর মান ভঞ্জনার্থে নাগরের সাধনা।

দীর্ঘ পয়ার।

দেখে নাগরির মান, দেখে নাগরির মান,
ভাবিছে নাগর কিসে হবে সমাধান।
ইহা মনেতে ভাবিয়ে, ইহা মনেতে ভাবিয়ে,
করপুটে কহে রায় শশীসম্বধিয়ে॥
প্রিয়ে দয়া কর মোরে, প্রিয়ে দয়া কর মোরে,
তোমা বিনা কেবা আছে যাব কোথাকারে।
আছি রাজ্য তেয়াগিয়ে,এলাম রাজ্য তেয়াগিয়ে,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে আছি তব মুখ চেয়ে॥
তুমি হলে হে নিদয়, তুমি হলে হে নিদয়,
এদাসের প্রতি ক্রোধ উপযুক্ত নয়।
চাহ বদন তুলিয়া, চাহ বদন তুলিয়া,
মৌনব্রতে রহ প্রিয়ে কিসের লাগিয়া।

যদি না ত্যজিবে মান, যদি না ত্যজিবে মান,
তব মানে প্রিয়সী হে যায় মোর প্রাণ।
আমি পশীব অনলে, আমি পশীব অনলে,
গরল খাইব কিম্বা ঝাঁপ দিব জলে।
সাধি চরণে ধরিয়া, সাধি চরণে ধরিয়া,
কথা কহ প্রাণেশ্বরি বদন তুলিয়া।
নাগর ধরিলেক পায়, নাগর ধরিলেক পায়,
প্রাণপ্রিয়ে একবার হয় হে সদয়।
যদি করে থাকি দোষ, যদি করে থাকি দোষ,
মমমুখ চেয়ে প্রিয়ে হও হে সন্তোষ।
মান ত্যজ হে তারিণি, মান ত্যজ হে তারিণি,
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কারে নাহি জানি
যাই তীর্থতে চলিয়া, যাই তীর্থতে চলিয়া,
হেথা রব আর বল কার মুখ চেয়া।
দেখে নাগরে দুর্গতি, দেখে নাগরে দুর্গতি,
সখীগণ কহে তবে নাগরির প্রতি।

শুন শুন ঠাকুরাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী,
চরণে ধরিয়া রায় লোটায় ধরণী।
কর মান সমাধান, কর মান সমাধান,
মানে মানে রক্ষে যাক্ উভয়ের মান।
নাগর করিল যে কাজ, নাগর করিল যে কাজ,
দিলে তার প্রতিফল শুনে লাগে লাজ।
পূর্ব্বে শুনেছ পুরাণে, পূর্ব্বে শুনেছ পুরাণে,
যোগী হয়ে ছিলেন হরি শ্রীরাধার মানে
সে সব বর্ণিতে বিস্তর, সে সব বর্ণিতে বিস্তর,
শেষে হরি পলাইল মথুরা নগর।
দেখ পরে কি হইল, দেখ পরে কি হইল,
বিচ্ছেদজ্বালাতে রাধার যে দশা ঘটল॥
অতি শব্দ ভাল নয়, অতি শব্দ ভাল নয়,
অতি দর্পে হত লঙ্কা প্রমাণ আছয়।
অতি মানে দুর্য্যোধন, অতি মানে দুর্য্যোধন,
সবংশেতে একবারে হইল নিধন।

দেখ হরি দর্পহারি, দেখ হরি দর্পহারি
কার দর্প রাখেনাক ত্রিভঙ্গমুরারী।
শুনী সঙ্গিনীর বাণী, শুনি সঙ্গিনীর বাণী
নিঃশব্দে রহিল কিছু না বলিল ধনী।
ভাব চণ্ডীকা চরণ, ভাব চণ্ডিকা চরণ
এপদ ভাবিয়ে বসু করিল রচন॥

অথ তারিনীর মানে কমলের
বিদায়।
ত্রিপদী।

নাভাঙ্গে নারীর মান, হয়ে রায় অপমান
কহে ভূপ সখী সম্বোধিয়া।
সাধিনু চরণে ধরে, দয়া না হইলো মোরে
তবে থাকি কিশের লাগিয়া॥
যারে হেরে যায় দুঃখ, সে যদি হলো বিমুখ

কার মুখ চেয়ে রব, বলো কেমনে বাঁচিব,
বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয়॥
যাহারে ভেবে আপন, সঁপে ছিলাম মন প্রাণ,
বিক্রীত হইয়াছিলাম পায়।
কহেছেন পূর্ব্বে মোরে, বহুদোষ হলে পরে,
সে দোষেতে পাইবে অভয়॥
করিয়াছি তুচ্ছ দোষ, তাকে কেন এত রোষ,
সখীগণ কি বলিব আর।
আর না রহিব হেথা, যাই আমি যথা তথা,
এ পিরীতে হই নমস্কার॥
এতেক বলিয়া রায়, মানেতে ব্যাকুল কায়,
কহে প্রিয়ে তবে আমি আসি।
গৃহে আর নাহি যাব, কারে মুখ না দেখাব,
একবারে হই তীর্থবাসী॥
বাটির বাহিরে গিয়ে, চণ্ডীকায় প্রণমিয়ে,
স্তব করে যুক্তি করি পাণী।

কৃপাময়ী. কাল হরা, কৃতান্ত দলনী তারা,
আশুতোষ হৃদে বিলাসিনী।
শিব সীমন্তীনী শ্যামা, নিরদবরণী উমা,
হৈমবতী হর মন রমা।
বিপদেতে উদ্ধারিণী, বিশ্ব বিপদ নাশিনী.
এ বিপদে উদ্ধারো গো মা।।
কান্দে রাজার তনয়, দেবী দিলেন অভয়,
দৈববানী হইল সর্গেতে।
যাহ বাছা দেশে যাহ, জননীরে সন্তোষহ,
বৈসগিয়া আপন রাজ্যেতে।।
যেমন কান্দালে-তোরে, দ্বিগুণ কান্দাব তারে,
অবশেষে হইবে মিলন।
সর্ব্ব জনে এই কয়, কান্দালে কান্দিতে হয়,
শাস্ত্রমত বেদের লিখন।।
দৈববাণী শুনি রায়, আনন্দে প্রফুল্ল কায়,
চণ্ডীকায় করিয়া প্রণাম।

নারিবেশে নরপতি, মানভরে দ্রুতগতি,
ছাড়াইল তারিণীর ধাম ॥
নগর বাহিরে গিয়ে, নারিবেশ তেয়াগিয়ে,
হল রায় পুরুষের বেশ।
মনে ভাবে নৃপরায়, এবে কি করি উপায়,
নাহি জানী কোথা মম দেশ।
এত ভাবি নরপতি, মনেতে চিন্তিত অতি,
বৈসে এক তরুবর তলে।
প্রিয়ার মানের দায়, নাগর ব্যাকুল প্রায়,
মনানল দিবানিশি জ্বলে ॥
পাগলের প্রায় রায়, ধূলায় লুন্ঠিত কায়,
মহামায়া জানিলেন মনে।
নন্দীরে ডাকিয়া কয়, যথা আছে নররায়,
যাহ তুমি তাহার সদনে ॥
মায়ারূপে মায়া করে, রেখে এস কমলেরে,
ভূপতিরে আপন রাজ্যেতে

রাজার কোটাল হয়ে, অশ্বোপরে আরোহিয়ে,
যাহ তুমি নৃপতি অগ্রেতে ॥
ভুলাইয়া কমলেরে, লয়ে এই অশ্বোপরে,
রেখে এস ভূপতিরে দেশে ॥
ছলা করি ভাণ্ডাইয়া, মায়ারূপ প্রকাশিয়া,
হেথায় আসিবে অবশেষে ॥
চণ্ডীকার আজ্ঞা পেয়ে, নন্দি আনন্দিত হয়ে,
কমলের কোটাল হইয়ে।
অশ্বোপরে আরোহিল, যথায় কমল ছিল,
তার অগ্রে দাণ্ডাইল গিয়ে ॥
হেরি তারে ধরাপতি, জিজ্ঞাশয়ে মহামতি,
ধিরে ধিরে মধুর বচনে।
কোথা তব নিকেতন, কোথা করেছ গমন,
কিবা নাম শুনিব্ শ্রবণে ॥
কোটাল চাতুরি করে, কহিতেছে নৃপতিরে,
শুন কহি মম বিবরণ।

কমল তারিণী লীলা, বশুদাস বিরচিলা,
হৃদে ভাবি চণ্ডীকাচরণ ॥

কমলের স্বদেশে গমন।

পয়ার।

... ভূহাথে কোতয়াল কহিছে তথন।
... মহাশয় আমি করি নিবেদন ॥
...বর্তী নগরে রাজা জয়ৎ সেন নাম।
...র পুত্র কমল গুণেতে গুণ ধাম ॥
... অন্যাশনে রায় গিয়াছিল বনে।
...মতে হইল যুদ্ধ রাক্ষসের সনে ॥
...সৈন্য ভূপতির পলাইয়া গেল।
...কশ্বর নরপতি সংগ্রামেতে ছিল ॥
... মন্দ কিছু তার না জানি সংবাদ।
...নুমান করি মোরা ঘটেছে প্রমাদ ॥
...হার জননী কান্দে শোকে অচেতন।

হাহাকার শব্দ রাজ্য নাহিক রাজন ॥
দীপদ্বীপান্তরে মোরা খুঁজিয়া বেড়াই।
তার সম ত্রিভুবনে কভু দেখি নাই ॥
তোমারে দেখিয়া আমি ভাবি মনে মন।
অনুমানে দেখি যেন রাজার মতন ॥
তেমতি রূপের শোভা তেমতি বরণ।
কেবা তুমি মহাশয় কহ বিবরণ ॥
কোটালের কথা শুনি কহিছে রাজন।
কহিতে না পারি আমি সে সব বচন ॥
কেমন আছেন দূত জননী আমার।
রাজ্যের কুশল কহ শুনি সমাচার ॥
কোতয়াল কহে রায় কহনে না যায়।
সচক্ষে দেখিবে গিয়ে চলহ ত্বরায় ॥
অশ্বোপরে আরোহন করি বররায়।
কোতয়াল সহ রায় স্বদেশেতে যায় ॥
বায়ুবেগে চলে কত দেশ দেশান্তর।

অবিলম্বে উত্তরিল জয়ন্তী নগর ॥
নগর নিকটে গিয়ে কোতয়াল কয়।
যাইতে না পারে অশ্ব বড় পিপাশায় ॥
ক্ষণেক দাণ্ডায় রাজা বৈশ এই খানে।
সম্মুখে তড়াগ ঐ দেখ বিদ্যমানে ॥
জল খাওয়াইয়া অশ্বে আনিব এখন।
তবে তুমি অশ্বোপরে করিহ গমন
কোটালের বাক্যে রায় নামিল তখন।
অশ্ব লইয়া কোতয়াল করিল গমন ॥
রেবর নিকটেতে উপনীত হয়ে।
রাজা প্রকাশিয়া নন্দি গেল পলাইয়ে ॥
মন্দিরে কহিল নন্দী সব বিবরণ।
হেথা রায় বসিয়া ভাবিছে মনেমন ॥
ক্ষণেক বিলম্বে রাজা গেল সরোবরে।
চাহি দেখে কোতয়াল না দেখে অশ্বেরে ॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বসিল তখন।

হেনকালে পুর বাসি আইল একজন ॥
দেখি তারে নরপতি জিজ্ঞাসে তখন।
সম্মুখেতে কোন গ্রাম কহ বিবরণ ॥
পুরবাসি কহে শুন বলি গো তোমায়।
জয়ন্তীনগরে এই দেখ মহাশয় ॥
রাজা কহে পুরবাসী কহি গো তোমারে।
রাজপুরী দেখাইয়া দেহত আমারে ॥
জিজ্ঞাসয়ে পুরবাসী তুমি কোন জন।
রাজপুরী যাবে তুমি কিসের কারণ ॥
রাজা কহে সব কথা কহিব পশ্চাতে।
সংবাদ জানাও আগে রাজার বাটিতে ॥
কমল আমার নাম কহিনু তোমারে।
রাজপুরি লয়ে চল মোরে সঙ্গে করে ॥
শুনি পুরবাসী হইলো প্রফুল্ল হৃদয়।
দ্রুতগতি ধেয়ে চলে রাজার সভায় ॥
পাত্র মিত্রগণে কহে সব বিবরণ।

আসিয়াছে নরপতি নগরে এখন ॥
পাত্র মিত্র গণ সব ধাইয়া চলিল ;
যেবা শোনে সেই যায় মহা কোলাহল ॥
...নারি হয়ে সবে আনিল রাজনে।
...রঙ্গে নরপতি আইল নিকেতনে ॥
...রে দেখিতে আইলো যত পুরজন।
... বৃদ্ধ যুবা আদি সবার গমন ॥
...ড়ি করে কেহ ধাইল ত্বরিতে।
...আইলো মহারাণী অন্দর হইতে ॥
... লয়ে কমলেরে করয়ে ক্রন্দন।
... জলেতে রাণীর ভিজিল বসন ॥
... মিত্রগণ আসি রাণীরে বুঝায়।
... ভয়ে মহারাণী নিজালয়ে যায় ॥
...দ্বিজগণে রাজা প্রণাম করিল।
...নন ব্যক্তি তারে রাজা সম্ভাষিল ॥
... ধন বিতরণ করয়ে রাজন।

মহা আনন্দিত সব রাজার ভবন॥
পাত্র মিত্র সকলেতে জিজ্ঞাসে তখন।
কহ শুনি মহাশয় আত্ম বিবরণ॥
রাক্ষসের হইতে কিসে হইল নিস্কৃতি।
এত দিন ছিলে কোথা কহ মহামতি॥
রাজার কহে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
রাক্ষসের সঙ্গে বড়ই হইল দুস্কর॥
অচেতন হয়ে পড়ে অশ্বের উপরে।
অশ্ব লয়ে গেল থেরে দিগ দিগান্তরে॥
অশ্ব পরে বহু দেশ ভ্রমিয়া বেড়াই।
তদন্তরে সে অশ্বরে দেশেতে পাঠাই॥
গুপ্ত বেশে ছিলাম আমি দ্রাবিড় নগরে।
একজন কোতয়ালে পাই দেখিবারে॥
অশ্বসহ কোতয়াল নিকটে আইলো।
উভয়েতে পরিচয় দুইজনে হল॥
তার অশ্বে চড়ে আমি আইলাম হেথায়॥

পিপাসিত হইলেন কোটালের হয়। ॥
পশু জল খাওয়াইতে কোটালাধীন।
নাহি জানি কোতয়ালে কোথাকারে গেল ॥
নিরুপায় হইলাম আমি তারে না দেখিয়ে।
ভাবিতে লাগিলাম আমি তথায় বসিয়ে ॥
এক জন পরবাসি সনে দরশন।
তার সহ আসি হেথা শুন সর্ব্বজন ॥
মনেতে ছিল না দেখা কোথায় আমার।
রূপী পাব আমি এই রাজ্যভার ॥
শুনি সব সভাজন বিস্ময় হইল।
উঠিয়ে সকলেতে নিজালয়ে গেল।
নরূপী নিজরাজ্য করয়ে যাজন।
তারিণীর ভাব রাজার হল বিস্মরণ ॥
এমন শ্যামাপদ কি কর বসিয়ে।
যাইতে না হবে তার শমন আলয়ে॥

অথ তারিণীর বিচ্ছেদ।

পয়ার।

হেথা আছে রাজবালা হইয়া মানিনী।
সারা দিবা গেল যখন আইল যামিনী॥
না দেখি নাগরে রামা ব্যাকুলিত কায়।
সঙ্গিনীগণরে তবে শক্তরে শুধায়॥
কহ সখী প্রাণনাথ গেল গো কোথায়।
তারে না হেরিয়ে সখী মমপ্রাণ যায়॥
কেন না করিলাম মান বল কি হইল।
নাথের বিচ্ছেদানলে বুঝি প্রাণ গেল॥
ধৈর্য্য যে ধরিতে নারি প্রাণ জ্বলে যায়।
কি করিলাম কি হইল হায় হায়॥
এত বলি রাজবালা হে নাথ বলিয়া।
অকস্মাৎ ধরাতলে পড়ে মূর্চ্ছা হইয়া॥
বিন্দুং প্রেমবারি দুনয়নে বহে।
স্পন্দহীন রাজবালা অচেতনে রহে॥

দেখি সব সখীগণে লাগে চমৎকার।
কি হল? বলে করে হাহাকার॥
জলা হইতে সখীগণ তারিণীরে তোলে।
এক সখী রাজবালার করিলেক কোলে॥
কোন সখী বারি আনি বদনেতে দেয়।
কেহ বা অঞ্চল লয়ে বদন মুছায়॥
কেন বা করিয়াছিলে হেন ছার মান।
মানেতে হারালে নাথ ইবে যায় প্রাণ॥
ক্ষণেক বিলম্বে ধনী চৈতন্য পাইয়ে।
মৃদুস্বরে সঙ্গিণীর প্রতি জিজ্ঞাশয়ে॥
কহ সখী কোথা গেল মম প্রাণনাথ।
কি করিলাম কি হইল কে দেখাবে নাথ॥
তারেক আনিয়া সখী দেখা গো আমারে।
তাহার বিরহে মমদহে কলেবরে॥
সে কান্ত বিহনে মোরে কে শান্ত করিবে।
নিতান্ত ভেবেছি মনে প্রাণান্ত হইবে॥

নাগের বিচ্ছেদানল হয়েছে প্রবল।
কাষ্ঠদিয়া জালাইয়া দেহ গো অনল ॥
তাহা প্রবেশিয়া করি এনল শীতল।
প্রাণনাথ বিনে সখী জীবনে কি ফল ॥
সখীগণ বলে শুন শুন ঠাকুরাণী।
ধৈর্য্য ধর পাবে পুনঃ সেই গুণমণি ॥
আগেতে করিলাম মানা শুনি না কানে।
নাগরে বিদায় দিলি হেন ছার মানে ॥
কাঁন্দালে কান্দিতে হয় শুনেছ শ্রবণে।
ধৈর্য্য ধর পাবে নাথ কান্দ অকারণে ॥
তারিণী কহিছে সখী কি কথা কহিলি।
মৃতদেহে তোরা যেন প্রাণদান দিলী ॥
আবার কি পাব আমি নাগরে দেখিতে।
আবার কি পাব তার বামেতে বসিতে ॥
আবার কি রব দোঁহে বদনে বদনে।
প্রাণ যুড়াইব দোঁহে সুধামৃত পানে ॥

এত বলি রাজ বালা উন্মাদিনী প্রায়।
ধেয়ে চলে মহামায়া আছেন যথায়॥
বলে মাগো দুখহারা শিব সিমন্তিনী।
নিজ দাসীর প্রতি কেন নিষ্ঠুর জননী॥
তোমার কৃপায় মাত্ম পেয়েছিলাম পতি।
এবে কেন কর মাতা এ হেন দুর্গতি॥
বাল্যবধি পূজি তোমায় সে কান্তের আশে।
দিয়ে কান্ত করে শান্ত এই কর শেষে॥
নাথের বিচ্ছেদে আর না রাখিব প্রাণ।
প্রাণান্ত হইলে মাগো পাব পরিত্রাণ॥
এই কি দাসীর দশা করিলে জননী।
স্তবকরে মহামায় জুড়ি দুইপাণী॥
চৌত্রিষ অক্ষর স্তব করে চণ্ডীকায়।
চণ্ডীকার পদ ভাবি বস্ত দাস কয়॥

অথ তারিণীকৃত চৌতিষ অক্ষরে চণ্ডীকার স্তব

পয়ার।

ক কৃপাকর কাত্যায়নী করিলাম স্মরণ।
কৃপাময়ী কৃপা নিধি কৃতান্তদলন॥
খ খর্ব্বানী খেটক ধরা অসুর সংহারা।
খণ্ডীলে দেবের ভয় ক্ষেমঙ্করি তারা॥
গ গনমাতা গয়েশ্বরি গীরিজানন্দীনি।
গয়াগঙ্গা গোদাবরি গকুলে গোপীনি॥
ঘ ঘন ঘন সিংহনাদে ঘেরিলে অশুরে।
ঘোর শমরে পদ দিলী মহিষাশুরে॥
চ চামুণ্ডারূপিনী চণ্ডীচণ্ডমুণ্ড নাশিনী।
চারিজুগে চরাচরে বক্ষ দীপবাশিনী।
ছ ছলা করি ছলিলে মা ব্যাধের নন্দনে।
ছলীলে শ্রীমন্তেমাতা দক্ষিণ মশানে॥
জ জষদানন্দিনী জয়া ত্রিজগতের সার।
জমের যন্ত্রণা শুনি নাশে জায়জার॥

ন নন্দগোপ সুতামাতা নগেন্দ্র নন্দিনী।
নিরাকার জলময়ী তরঙ্গ রূপিনী॥
প পার্ব্বতি পরমাংগতি পতিত পাবনি।
পাবো কেতে করত্রাণ আমিগো পাপিনী॥
ফ ফনিন্দ্র মণিন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণে।
ফলিবেক মোক্ষফল লভে যোগাযণে॥
ব বদন আচ্ছন্ন করি তব নাম স্মরে।
বসিয়াছে নিন্দুতিরে বহির্ব্যাধি পরে॥
ভ ভৈরব ভবানী মাতা গিরিরাজ সুতা।
ভব ভয় হরা তারা ভবের বনিতা॥
ম মহিষমর্দ্দিনী মাতা মনে পাই ভয়।
মায়াতে মোহিত করে গেলে গো কোথায়॥
য যমুনাতে মায়া করি শিবারূপ হলে।
যোগমায়া বসুদেবে পার করেছিলে।
র রাঘব নক্ষিণী হয়ে রাবণে নাশিলে।
রামচন্দ্র পূজা তব করিল অকালে॥

ল লঙ্কাতে আছিলে মাতা উগ্রচণ্ডা বেশ
লহু লহু করে জিহ্বা চরণে মহেশ ॥
ব বৃন্দাবনে কাত্যায়ণী রূপেতে জননী।
রেজলীলা করিলে মা লইয়া গোপিনী ॥
শ শ্যামাঙ্গিনী শ্যামরূপে অবতীর্ণ হলে।
শ্যাম রূপে শ্যামা হয়ে আয়ানে ছলিলে
ষ ষড়ানন জন্মকালে ওমা গো সর্ব্বাণী।
শঠতা করিয়ে শিবে ছলিলে আপনি ॥
স সহস্র সহস্রানন যদি মিলে মোরে।
তব গুণ সাধ্য নহে পারি বর্ণিবারে ॥
হ হৈমবতী হরধনু বামকরে নিলে।
হলাহল পানে হরে রক্ষা করেছিলে ॥
ক্ষ ক্ষণেক করুণা কর প্রসন্ন বক্তরে।
ক্ষিতি লুটী বসুদাস বলে যোড়করে ॥

অথ মদ্রসেন রাজার স্বপ্ন দর্শন।

পয়ার।

শুনে তুষ্ট মহামায়া হইয়া সদয়।
আকাশবাণীতে তারা তারিণীরে কয়॥
না কান্দ না কান্দ বাছা সম্বর ক্রন্দন।
পুনরূপী হইবেক দুজনে মিলন॥
আকাশবাণীতে দেবী এতেক কহিয়ে।
নিশিযোগে রাজার শিয়রে বৈসে গিয়ে॥
নিদ্রা যায় মদ্রসেন হয়ে অচেতন।
নিশাবশে মহামায়া দেখায় স্বপন॥
শুন বাছা মদ্রসেন কহিরে তোমায়।
তব কন্যা রাখ ইবে করিয়া উপায়॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে কমল রাজন।
জয়ন্তীনগরে জয়ৎসেনের নন্দন॥
নারীবেশে এসেছিল তারিণী ভবনে।
তারিণীর মানেতে সে গেল নিকেতনে॥

তারিণী তাহার শোকে আছে অচেতন।
পুনরপী আনি তারে করাহ মিলন ॥
যদাপি হে মন্ত্রসেন এহা না করিবে।
নিশ্চয় জানিবে আর কন্যা নাহি পাবে ॥
কহিলাম কর রায় ইহার উপায়।
কমলে আনিয়া হেথা রাখ স্তনরায় ॥
লোকাচারে বিবাহ তাহার সনে দেহ।
পুনরপী দুইজনে মিলন করাহ ॥
এত বলি মন্ত্রসেনে জাগাইয়া দিয়া।
অন্তধ্যান হইল দেবী এতেক বলিয়া ॥
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি উঠিয়া বসিল।
স্বপ্ন হেরি ব্যাকুলিত হৃদয় কম্পিল ॥
মুখে নাম রামচন্দ্র স্মরে মনে মন।
শব্দ শুনি উঠি রাণী বসিল তখন ॥
কি হলো কি হলো বলি রাজারে জিজ্ঞাসে।
কিছু নাহি বলে রাজা অধোমুখে বৈসে ॥

রাণী বলে কেন রাজা বিরস বদন।
নিদ্রাবেশে ছিলে কেন হইলে এমন॥
রাজা বলে শুন রাণী কি বলিব আর।
কন্যা জন্য কুলক্ষয় হইল আমার॥
বিভা না করিল কন্যা ইহার কারণ।
গোপনেতে বিভা করে কমল রাজন॥
জয়ৎসেন সুত বাস জয়ন্তীনগরে।
নারীবেশে এসেছিল তারিণীর ঘরে।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি ছিল দুই জনে।
তারিণীর মানেতে সে গেল নিকেতনে॥
তার শোকে হলো কন্যা পাগলিনী প্রায়।
কমলে আনিয়া হেথা রাখ তনয়ার॥
সপনেতে মহামায়া এতেক কহিয়ে।
অন্তর্দ্ধান হৈল মাতা মোরে জাগাইয়ে॥
কি করিব বল রাণি উপায় ইহার।
প্রকাশ হইলে হবে কলঙ্ক অপার॥

শুনিয়া বিস্ময় রাণী না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্বে রাজ্ঞী কহিছে তখন॥
কি করিবে বল ভূপ ইহার উপায়।
কমলের সঙ্গে বিভা দেহ তনয়ায়॥
শীঘ্রতে পাঠাও দূত পাটনী নগরে।
পত্র লিখি আনাইবে রাজার কুমারে॥
বিবাহ হইবে হেথা বেদ বিধি মতে।
গোপনেতে কেহ যেন না পারে জানিতে।
এ যুক্তি করি দোঁহে স্থির কৈল মন।
তৎক্ষণাৎ দূত এক ডাকায়ে আনিল।
রাজার মতনে লিখন লিখিল॥
কন্যা বরণ যে করেছে তোমারে।
ত্বরায় আসিবেন দ্রাবিড় নগরে॥
তোমারে তারিণী আমি করিব অর্পণ।
পত্র প্রাপ্তে অবিলম্বে আসিবে এখন॥

পত্র লিখি মন্ত্রসেন দূত হস্তে দিল।
যোড় হাত করি দূত কহিতে লাগিল॥
জয়ন্তী নগর সে ছয় মাসের পথ।
পদব্রজে যাবো কিসে দিহলেতে রথ॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সব রথ লহ।
বিলম্ব নাশ হে দূত গমন করহ॥
রাজার সুন্দর রথ করিয়া সাজন।
সেই রথে চড়ি দূত করিল গমন॥
হৃদে ভাবি চণ্ডীর চরণ দুখানি।
নব কবি কমল তারিণী॥

অথ রাণীর তারিণীকে জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী।

প্রভাতেতে রাজরাণী, মনে হয়ে ব্যাকুলিনী,
কন্যাগারে করিল গমন।
দেখিয়া কন্যার মুখ, রাণীর বাড়িল দুখ,
অধোমুখে না সরে বচন।

ধীরে ধীরে রাণী কহে, দুনয়নে বারি বহে,
কেন বাছা কহিলে এমন।
মনে যত পাই ব্যথা, স্বর্ণলতা বিবর্ণতা,
কালি হলো সোনার বরণ॥
শুষ্ক দেহ হইয়াছে, বিধুমুখ শুকাইছে,
দেখে প্রাণ বিদরে আমার।
লজ্জা করে মোরে কও, কোন দুখেঃ দুখি হও,
কহ দেখি শুনি একবার।
মায়ের শুনিয়া বাণী, লাজে হেট চন্দ্রাননী,
অধমুখে ক্ষিতি নিরখিল।
বুঝিয়া কন্যার মন, উঠে রাণী ততক্ষণ,
বিরলেতে একাকী বসিল
ডাকাইয়া সখীগণ, জিজ্ঞাসিল বিবরণ,
কহ দেখি শুনিতব স্থানে।
কোথা হতে এলো রায়, কেবা মিলাইল তায়,
কি রূপেতে ছিল এইখানে॥

সত্য করে মোরে কহ, মনে ভয় না করিহ,
তোমাদের নাহি কিছু দোষ।
ধাতার লিখন যাহা, কে খণ্ডিতে পারে তাহা,
তাহে আমি নাহি করি রোষ॥
দাসীগণ যোড় করে, কহিতেছে ধীরে ধীরে
আদ্যঅন্ত সব বিবরণ।
বিস্ময় হয়ে অন্তরে, বাক্য মুখে নাহি সরে,
নিজাগারে রাণীর গমন॥
রাজারে সকল কয়, সম্বন্ধের পরিচয়,
শুনি রায় হন চমকিত।
চণ্ডীকার পদে মন, থাকে যেন সর্ব্বক্ষণ,
এই ভিক্ষা মাগে মম চিত॥

অথ দূত সহ কমলের তারিড় নগরে গমন।

পয়ার।

রথ আরোহিয়ে দূত করিল গমন।
অন্তরীক্ষে চলে রথ পবন গমন।

অবন্তীনগরে রথ সত্বরে উত্তরে।
রথ রাখি গেল দূত রাজার গোচরে॥
সিংহাসনে বসিয়াছে কমল রাজন।
তারিণীর ভাব আর নাহিক স্মরণ॥
হেনকালে গিয়ে দূত নোয়াইল মাথা।
যোড়হাত করি দূত কহিতেছে কথা॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি কোথা নিকেতন।
কি হেতু আইলে হেথা কহ বিবরণ॥
দূত বলে অবধান শুন মহাশয়।
পারিজ নগরে মন্ত্রসেন নররায়॥
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মম গমন হেথায়।
লিখিয়াছে পত্র এই লহ মহাশয়॥
এত বলি পত্র দিল ভূপতির করে।
পত্র পেয়ে নরপতি হরিষ অন্তরে॥
পত্র পাঠে কমলের চিত্ত উচাটন।
তারিণীর পূর্ব্ব ভাব হইল স্মরণ॥

বসিবারে দূতেরে করিয়া অনুমতি।
বাটির ভিতরে তবে গেল নরপতি॥
মায়েরে প্রণাম করি কহিছে রাজন।
যোড়হাত করি রায় করে নিবেদন॥
শুনগো জননী আমি নিবেদি তোমারে।
চন্দ্রসেন নামে রাজা দ্রাবিড় নগরে॥
তাঁহার তনয়া এক নামেতে তারিণী।
আমারে বরিবে কন্যা লিখে নৃপমণি॥
দূত সহ রথ রাজা পাঠাইয়া দিল।
আমারে যাইতে তথা ভূপাল লিখিল॥
অনুমতি যদি মাতা দেহতো আমায়।
তবে আমি বিভা করি রাজ তনয়ায়॥
শুনি রাজ্ঞী প্রফুল্লিতা আনন্দ অন্তরে।
শিরে চুম্ব দিয়ে পুত্রে কহে ধীরে ধীরে॥
অবিলম্বে যাহ বাপু দ্রাবিড় ভবনে।
বিভা করি রাজবালা আনিবে এখানে॥

ভুলীয়া থেকোনা যেন এ দুঃখিনী মায়।
দুই চারি দিন গতে আসিবে ত্বরায়॥
মায়ের নিকটে রায় মাগিয়া মেলানি।
ক্ষেশ্বর ভ্রাবিড়েতে যায় নৃপমণি॥
সহ সেই রথে উঠিল রাজন।
রথী চালায় রথ পবন গমন॥
বিড় নগরে রথ দিল দরশন।
সভা মধ্যে উপনীত দুই জন॥
মধ্যে আছিলেক যত দ্বিজগণ।
কলের রাজসুত বন্দিল চরণ॥
অন্তরে ভূপতির চরণ বন্দিল।
করি মদ্রসেন ভূপে বসাইল॥
আনন্দিত মদ্ররাজ কমলে হেরিয়ে।
জ্ঞাসিল কমলেরে যতন করিয়ে॥
কিবা নাম ধর বাপু কাহার নন্দন।
তা করি কহ বাপু করিব শ্রবণ॥

রাজার তনয় তবে যোড় করে কয়।
জয়ন্তী নগরে ভূপ আমার আলয়॥
জয়ৎসেন নামে রাজা জানে সর্ব্বজন।
কমল আমার নাম তাহার নন্দন॥
তব পত্র পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
কি কর্ম্ম করিব আমি কহ মহাশয়॥
মন্ত্রসেন কহে তবে মৃদুস্বরে বাণী।
মম কন্যা আছে এক নামেতে তারিণী॥
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা থাকে নিজাগারে।
তোমারে করিবে বিভা চণ্ডীকার বরে॥
আমার বাসনা মনে ছিল বহু দিন।
তোমারে তারিণী দিয়া করিব মিলন।
মম অভিলাষ পূর্ণ করিলেন শিবানী।
তব সহ বিভা দিব আমার নন্দিনী॥
শুনিয়া যে নরপতি নিঃশব্দে রহিল।
হেটমুণ্ডে ভূপতিরে কহিতে লাগিল॥

যে আজ্ঞা করিলে রাজা করিব পালন।
সাধুবাদ দেয় নৃপে কহে সভাজন॥
শিরে হস্ত দিয়ে রায় আশীর্ব্বাদ করে।
বিবাহ উদ্যোগ করে হরিষ অন্তরে॥
দূতেরে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেক রাজন।
গণক ডাকিয়া আন করিয়া যতন॥
আজ্ঞা পেয়ে গেলদূত গণক ডাকিতে।
অবিলম্বে আনে তারে রাজার সভাতে॥
বেদমতে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভূপেরে।
গণক বসিল গিয়া সভার ভিতরে॥
হৃদে ভাবি চণ্ডীকার চরণ দুখানী।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিনী॥

অথ কমল তারিনির গাত্রে হরিদ্রা।

ত্রিপদী।

গণক দেখিয়া রায়ঃ অনুমতি দিলতায়,
শুন কহি গণক এখন।

কন্যার বিবাহ দিবো, সকলেরে নিমন্ত্রীবো,
করদেখি দিন নিরূপণ ।
গণক গণিয়া কয়ঃ শুন শুন মহাশয়,
পরশ্ব আছয়ে শুভদিন ।
বারগুরু বৃহস্পতি, ফাল্গুনী নক্ষত্রে স্থিতি,
রাশনাম কহিবে এখন ।
কন্যারাশী কহে রায়, সরাগ কমল কয়,
গণক গণনা করে তার ।
বর কন্যা একরাশি, গণনায় মিলে আশি,
রাজ জোটক মিলিতেসার ॥
পাত্রমিত্র শবেকয়, এই লগ্নে মহাশয়,
বিবাহের দিন নিরূপণ ॥
সকলে হল সম্মত, রাজার হইলমত,
ডাকাইয়া আনে ভট্টগণ।
নিমন্ত্রীল নানা দেশ, স্বদেশ বিদেশ দেশ,
অহরহ যায় ভট্টগণ ॥

বাদ্যবাজে নগরেতে, নরপতি হরষিতে,
পুরহিতে ডাকাইল তবে।
পুরহিত দ্বিজবরে, কহেরায় যোড় করে,
পরশ্য তারিণী বিভা হবে॥
গাত্রেতে হরিদ্রাদিতে, সময় কর ত্বরিতে,
দ্বিজবর কহিছে তখন।
শুন কহি মহাশয়, অদ্য গোধুলি সময়,
দেহগাত্রে হরিদ্রা এখন॥
সকলেতে দীল সায়, বাটিতে গেলেন রায়,
রাণীরে কহিল বিবরণ।
রাণির আনন্দমন, ডাকেকুল বধূগণ,
ডাকে যত প্রতিবাশীগণ॥
তারিণীর বিভা শুনে, সবার আনন্দমনে,
দ্রুতএসে যত কুলঙ্গনা।
আইল দ্বিজ রমণী আরয়েল নাপিতিনী,
রাজপুরে আইল সর্ব্বজনা॥

সবারে সঙ্গেতে লয়ে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
চলেরাণী তারিণীরধামে।
বসিয়াছে রাজবালা, যেন পূর্ণ শোলকলা,
সখিগণ বসিয়াছে বামে॥
কহিতেছে রাজরাণী, শুনবলীগোতাব্রিণী,
তব বিভাদিবস এখনঃ।
জয়ন্তি নগরে ধাম, রাজা জয়ৎসেন নাম
কমল যে তাহার নন্দনঃ॥
বিভা করিবারে আশে, আসিয়াছে মহবাসে
তারে তুমী করেছ বরণ।
মায়ের শুনীয়া বাণী, মনেআনন্দীতধনীঃ,
লাজভয়ে নাকহে বচন॥
গোধুলীতে শুভক্ষণে, যতেক রমণীগণে,
হরিদ্রা মাখায় তারিণীরে।
আনন্দেতে কোনধনী, করেকেহ উলুধ্বনী,
কেহ কেহ সংখ্যা ধনী করে॥

এয়ত্রীতা নারিগণ, করে মঙ্গলাচরণ,
বাদ্য শব্দে পূরিল মেদনী।
দ্বিজের বাটিতে রায়, কমলে লইয়া যায়,
দ্বিজনারি বলে নৃপমণী॥
বরগায়ে হরিদ্রা দেহ, শুভকার্য্য নির্ব্বাহ,
হেথা হতে হইবে এখন।
আপনি অধ্যক্ষ হয়ে, শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহিয়ে,
করহ বিবাহ সমর্পণ॥
আনন্দিত দ্বিজমনী, যে আজ্ঞা হে নৃপমনী,
বলে দ্বিজ লইয়া কমলে;
আপন বাটীতে গিয়ে, হরষে কমলে বসায়ে,
ব্রাহ্মণীরে সবকথা বলে॥
দ্বিজরাণী হরষিতা, ডাকিয়া নিজ দুহিতা,
প্রীতিবাসি সকলে ডাকিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজপুরে, ধেয়ে এল উভরড়ে,
রামাগণ কেশবেশনাবন্ধীল॥

বররে দেখিতে যায়, বাল্য বৃদ্ধ যুবাধায়,
উপনিত দ্বিজের ভবনে।
দ্বিজবর বরেলয়ে, অন্দর মধ্যেতেগীয়ে,
বসাইল কমলে যতনে॥
কমলের রূপহেরি, মোহিত সকল নারি,
নিঃসন্দেতে রহে সর্ব্বজন॥
একদৃষ্টে দৃষ্টিকরে, বদন ফিরাতে নারে,
কপোকাশে পড়ে রামাগণ।
কেহবলে একিসখী, হেনরূপ নাহি দেখি,
আহামরি কিবা চন্দ্রানন।
জনমিয়ে ক্ষীতিতলে, হেনরূপ কোনকালে
কভুকেহ দেখেছ কখন॥
রাজারকন্যা তারিণী, রূপে ত্রৈলক্ষ্য মোহিনী
বরেদেখি ত্রৈলক্ষ্য মোহন।
সেইকন্যা এইবর, বিধি মিলাইল বর,
হইয়াছে সুন্দর মিলন॥

একসখি বলে সই, একপের তুল্য কই,
অতুলনা তুলনা রহিত।
একপ বদ্যপী পাই, বিরলে লইয়া যাই,
হোয়েছে দুই একত্রে মিলিত।
বাক্যসুধা পান করে, ক্ষুধা তৃষা যায় দূরে,
ঘুচে যে মনের বেদন।
একজনেবলে সই, একি অপরূপ সই,
কোথা হৈতে আনিলো রাজন।
মানিষ্য কদাচ নয়, দেবতা যদ্যপী হয়,
কেহকারেবলে গোদেখই॥
দ্বিজবর আশিকয়, হল গোধুলী সময়,
বরগাত্রে হরিদ্রাদি দেহ।
দ্বিজেদিল অনুমতি, যায় যত রসবতি,
বরগায়ে হরিদ্রা মাখায়॥
দ্বিজকন্যা সকলেরে, কমল প্রণাম করে,
পদধুলি লইল মাথায়॥

পর দিন হলো প্রভাত, আনন্দে আইবড় ভাত

যত্নে রাণী দিল তারিণীরে।

আনন্দে দ্বিজ রমণী, অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি ধনী,

খাওয়াইল যত্নে কমলেরে॥

তদপরে রামাগণ, জলশইতে তখন,

সকলেতে করিল গমন।

পরম সুন্দরী নারী, বিচিত্র বসন পরি,

ধাইয়া আইল সর্ব্বজন॥

কেহ নিলা কুলা মাথে, কেহ বরণডালা হাথে

কেহ নিলা ভৃঙ্গার করেতে।

পুলকে পূর্ণিত কায়, কেহ উলুধ্বনি দেয়,

কেহ শঙ্খ বাজায় তুরিতে॥

অধিবাস আদি যত, শুভকর্ম্ম নিয়মিত,

আনন্দে সারিল রামাগণ।

চণ্ডীবার পদে মন, থাকে যেন অনুক্ষণ,

এদাসের এই আকিঞ্চন॥

অথ কমল তারিণীর বিবাহ।

এথা রায় সভা করি বসিল তখন।
ত্রি দিগ হইতে আইল রাজাগণ॥
পতির কিবা সভা নাহি কল্পনা।
জহর যজ্ঞে যেন সভার রচনা॥
ই গতে লক্ষ দ্রব্য রাখে স্থানে স্থানে।
দ্র। স্থানে কেবা রাখে কেহ নাহি জানে॥
সমস্তে নানা দ্রব্য করে আহরণ।
নেং বাদ্য বাজে কে করে বর্ণন॥
গ দিগান্তর হৈতে ভূপতি আইসে।
কারে নরপতি আপনি সম্ভাষে॥
যমন ব্যক্তি তারে করে সম্ভাষণ।
নেং বসিলেক যত রাজাগণ॥
া হরিদ্রা মৎস্য করে বিতরণ।
্য কার কেবা তার করিবে বর্ণন॥

দরিদ্র ভিক্ষুক যত ধনেতে তুষিল।
দ্বিজগণে নরপতি বহু দান কৈল॥
হেনমতে সেই দিন গত হয়ে যায়।
পর দিন হৈল তবে সন্ধ্যার সময়॥
অনুমতি দিল তবে মন্ত্রসেন রায়।
বরসজ্জা করি বরে আনহ সভায়॥
সাজয়ে বিচিত্র রথ চলিল সারথি।
সংহতি চলিল তার অসংখ্য পদাতি॥
নানা বাদ্য বাজে তথা কেকরে গণনা।
সুমধুর স্বরে বাজে কতেক বাজনা॥
পাইক সহস্র শত ধায় চারি ভিত।
দ্বিজের বাটীতে গিয়া হল উপনীত॥
রাজ আজ্ঞা পায়ে দ্বিজ নিজালয়ে গেল
বরে সাজাইয়া দিতে নারীগণে বৈল॥
পরমসুন্দরী সব দ্বিজের রমণী।
বরের সাজাজে বেশ আইল তখনি॥

দিনামাজে কমলের আলো করে রূপে।
. . সবে এ রূপ সাজাব কোন রূপে ॥
ণাকাণি করি তবে যত রামাগণ।
াইল কমলেরে বস্ত্র আভরণ ॥
াৰ্জ্জি পুষ্পের মাল্য দিলেক গলায়।
রূপে মোহ গেল যত মোহিনায় ॥
জনারী সবে রাজা প্রণাম করিয়ে।
র যত গুরুজনচরণ বন্দিয়ে ॥
বমতে শুভধ্বনি সর্ব্বজনে কৈল।
রে ধীরে বাটীর বাহিরে রায় গেল ॥
জেরে প্রণাম করি রথে গিয়া চড়ে।
রথি চালায় রথ চলে ধীরে ধীরে ॥
া রায় সভা করি লয়ে রাজাগণ।
রস্পর হয় সবে মিষ্ট আলাপন ॥
গুতে পণ্ডিতে হয় শাস্ত্রের বিচার।
দ্যা শিক্ষা যে যাহার করয়ে প্রচার ॥

হেনকালে আনি রথ হৈল উপনীত।
বরে দেখি রাজাগণ উঠিল ত্বরিত॥
রথ হৈতে নামি রায় সভাতে আইল।
ভক্তিভাবে সভাকার চরণ বন্দিল॥
রাজাগণে নরপতি সম্ভাষ করিয়া।
বরাসনে গিয়া রায় বসিলেক গিয়া॥
বরের দেখিয়া রূপ যত রাজাগণ।
লাজ পেয়ে নিজ অঙ্গ করে আচ্ছাদন॥
এক দৃষ্টে নৃপগণ বরে দৃষ্টি করে॥
বররূপ দেখে কারো বাক্য নাহি সরে।
অনুমান করি কহে যত নৃপগণ॥
মনুষ্যে এমন রূপ না দেখি কখন॥
হেনমতে কাণাকাণি করে রাজাগণ॥
দ্বিজআসি দিল সবায় মাল্য চন্দন।
তদন্তরে মন্ত্রিগণে যোড়হস্তে কয়।
যাত্রস্থা করিব এবে কিবা আজ্ঞা হয়॥

তথাস্তু বলিয়া সবে দিল অনুমতি॥
কমলে লইয়া রাজা চলিল সংহতি।
বিবাহের স্থানে গিয়া কমল বসিল॥
শুভ লগ্নে নরপতি কন্যা দান কৈল।
বেদ মন্ত্র পড়াইতে লাগিল পুরহিত॥
বিবাহ করেন রায় বেদের বিহিত।
স্ত্রী আচার করিতে লইয়া গেল বরে।
অঙ্গনা আইল সব বরে বরিবারে॥
পরম সুন্দরী সব রাজপুরনারী।
আনন্দে দাণ্ডায় সবে বর কন্যা ঘেরি॥
কোন ধনী ধুতুরায় প্রদীপ জ্বালিল।
কোন ধনী শুঁড়াচাল বর অঙ্গে দিল॥
বর প্রদক্ষিণ সবে করে সপ্তবার।
বর কন্যা চাক্ষস করায় আর বার॥
বস্ত্র আচ্ছাদন করি দিল রামাগণ।
দুয়েতে দুইজনে মেলিল তখন॥

তারিণীর মান তখন পলাইল দূরে।
নাগরে হেরিল ধনী কটাক্ষের শরে॥
ঈসদ্ হাসিল রায় হেরিয়া তখন।
শুভক্ষণে দুইজনে হৈল দরশন॥
বস্ত্র আচ্ছাদন তবে খোলে রমাগণ।
বর কন্যা দুজনায় করয়ে বরণ॥
বরের বরণ করে নিয়মানুসারে।
হস্তেতে বন্ধন করে মাকু দিয়া করে॥
হেনমতে কুলাচার করে রামাগণ।
বেদবিধিমতে বিভা কৈল সমাপন॥
বিবাহান্তে ভোজনাদি সর্ব্বজনে করে।
বর কন্যা লয়ে সবে গেল বাসঘরে॥
হৃদয়ে ভাবিয়া চণ্ডিকার শ্রীচরণ।
তদন্তরে কহি শুন বাসর বর্ণন॥

অথ বাসর বর্ণন।

বরকন্যা সঙ্গে করে, আনন্দ সহ অন্তরে,
রামাগণ গেল বাস ঘরে।
বরকন্যা এক স্থলে, বসাইল দুই জনে,
কুলাঙ্গনা চারিদিকে ঘেরে॥
তবে রামাগণ কয়, কহ দেখি মহাশয়,
শুনিতব মধুর বচন॥
আমাদের এতারিণী, মাবাপের আদরিণী,
তোমারে করিল সমার্পণ।
রূপ দেখ গুণমণি, জিনিয়াছে দিনমণি,
চন্দ্রদেখ পদনখ পরে॥
দেখ২ ওহে সখা, কেশে মেঘ থাকে ঢাকা,
বাক্য শুনি কোকিল কুহরে॥
তারিণী পাদ্মনী ধনী, তুমি অলী গুণমণি,
গুঞ্জরিয়া মধুকর পান।

মধুপানে মত্ত হলে, যেনহে থেকনা ভুলে,
আমাদের এই অবধান ॥
পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি, বড়ই কঠিন মতি,
প্রমাণ দেখহে গুণমণি।
পদ্মিনী ভ্রমর আশে, নিরন্তর জলেভাসে,
তাবে কবে হবে দিনমণি ॥
দিনমণি যে উদিত, পদ্ম হয় প্রস্ফুটিত,
মধুলোভে এসে মধুকর।
যে পদ্মেতে মধুপায়, তাতে গিয়া মধুপ
কদাচ রহেনা একস্তর ॥
সে পদ্ম কেমনে রয়,মনে ভাবি মহাশয়
করু দেখি ইহার বিচার।
পদ্ম রহে অলি আশে,অলি ফিরে মধু
মধু লোভে নাহিভাবে আর ॥
কমল কহিছে ধনি, সত্যবটে তব বাণী
শুন আমি করি নিবেদিত।

একদিন সরোবরে, দিবস দুই প্রহরে,
নিদ্রাবেশে পদ্ম প্রস্ফুটিত ॥
কোথা ছিল অলি রায়, দেখিতে পাইল তায়,
মধুখায় মনের হরিষে।
সুখে অলি মধুখায়, পদ্মিনী চেতন পায়,
দেখে অলি পদ্মে আছে বসে ॥
ভ্রমরেরে কটু বলে, রহিলেক মানছলে,
সাধে অলি চরণে ধরিয়া।
না ভাঙ্গে পদ্মের মান, মনে ভাবি অপমান,
যায় অলি কান্দিয়া২ ॥
পরে সে পদ্মের গতি, শুন কহি যে দুর্গতি,
পুনঃ অলি তথা না আইল।
পদ্মে মধু পূর্ণ রয়, ভ্রমর না কাছে যায়,
মনানল দ্বিগুণ বাড়িল ॥
এবে সে পদ্মের কাছে, গুবরে পোকা জন্মিছে,
মধুলোভে তার কাছে আছে।

এখন পদ্মিনী ধনী, অলি হেতু উম্মাদিনী,
এক্ষণে মিলন হলে বাচে ॥
পুরুষ হে নাহি দোষী, নারি শত দোষে দোষী
প্রমাণ হে কহিব তোমারে।
বাচ্ঞা বাড়ায় মান, কান্দিয়া সোহাগ পায়
পরস্পর সকলেতে করে ॥
নাথের শুনিয়া বাণী, বুঝিলা তারিণী ধনী
পঞ্চসখী মনেতে জানিল।
দেখিবারে জামাতারে, রাজরাণী এল ঘরে
বাসঘরে আসিয়া বসিল ॥
কহিছেন রাজরাণী, আমি দ্বিজের রমণী
আইলাম জামাতা দেখিতে।
আশীর্ব্বাদ আমি করি, তারিণীর আজ্ঞাকারী
হয়ে কাল হর হরষিতে ॥
এই রূপে রামাগণ, বর সহ আলাপন,
পরিহাস সকৌতুকে করে।

কেহ তারিণীরে লয়ে, কমলের কোলে দিয়ে,
আনন্দিত হইয়া অন্তরে ॥
বাক্য আলাপনে রায়, বাসরে নিশী পোহায়,
উদিত হইল দিনমণি।
বসুদাস এই বলে, চণ্ডিকার পদতলে,
ত্রাণ কর শিবসীমন্তিনী ॥

অথ কমল তারিণীর স্বদেশে গমন।

পয়ার।

প্রভাতে উঠিয়া রায় কহিল রাজারে।
বিদায় করহ যাব জয়ন্তি নগরে ॥
পঞ্চ দিন রাজ্য ছাড়ি রয়েছি হেথায়।
অবিলম্বে যাব আমি করহ বিদায় ॥
রাজা বলে ভাবনা কি কর বাছাধন।
মম রথে পাঠাইব তব নিকেতন ॥
যৌতুক সামগ্রী সব পাঠাব পশ্চাতে।
সারথিরে আজ্ঞা দিল রথ সাজাইতে ॥

সাজায় বিচিত্ররথ সারথি তখন।
কি কব রথের শোভা নাজায় লিখন॥
কুলাচার কর্ম্মসব রামাগণ করে।
পঞ্চ সখী তারিণীর আইল সত্বরে॥
কহে তারা আমরা যাইব তব সনে।
সেবিব চরণ দোঁহার বড় সাধ মনে॥
ইঙ্গিত করিয়া আজ্ঞা দিলেক তারিণী।
আনন্দেতে রথে তারা বসিল তখনি॥
রাজরাণী ধরিলেক তারিণীর করে।
কমলের করে দিয়ে সমর্পণ করে॥
বলে বাছা দেখমোর বড় আদরিণী।
তারা আরাধনা করে পেয়েছি তারিণী॥
হেন কন্যা তোমারে করেছি সমর্পণ।
ফুকারিয়া রাজরাণী করয়ে ক্রন্দন॥
নিবারণ করে তাঁরে প্রতিবাসীগণ।
এ সময় কেন রাণী করহ রোদন॥

তবে রায় প্রণমিল রাণীর চরণে।
প্রণমিল পুরবাসী যত নারীগণে॥
যোড়হাত করি সবে মাগেন মেলানি।
কান্দিতে লাগিল তবে জতেক রমণী॥
তদন্তরে প্রণমিল শ্বশুরের পায়।
শিরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে রায়॥
জামতারে হেরিরায় কান্দিতে লাগিল।
কেমনে বিদায় দিয়ে প্রাণে বাঁচি বল॥
কহে বাপু তোমা দোঁহে নারিব পাঠাতে।
কেমনেতে ধৈর্য্য ধরে রহিব গৃহেতে॥
এই রাজ্যে থাক বাপু রাজত্ব করহ।
তোমারে দিলাম আমি রাজপদ লহ॥
বৃদ্ধ মাতা আছে তব আনহ হেথায়।
তোমা দোঁহে না দেখিলে জীবন সংশয়॥
এতেক শুনিয়া রায় কহে ধীরে ধীরে।
মিনতি করিয়া কহে সুমধুর স্বরে॥

একবার দেশে যাওয়া হয় শাস্ত্রমত।
পশ্চাৎ করিব ইচ্ছা যে হয় উচিত॥
এত বলি মদ্রসেনে শান্তনা করিয়ে।
আর যত দ্বিজগণে চরণ বন্দিয়ে॥
সভাসদগণে রায় মাগিয়া মেলানি।
তারিণী সহিত রথে উঠে নৃপমণি॥
পঞ্চ সখী তারিণীর বৈসে বামপাশে।
দিনমণি রথ যেন গগণে প্রকাশে॥
তারিণীর রূপে যেন বিজলী খেলায়।
বসনে ঢাকয়ে রূপ ঢাকা নাহি রয়॥
কিবা সে রূপের শোভা নাহিক তুলনা।
রূপ দেখি মোহিত হইল সর্ব্বজনা॥
কোথা যায় বলে সবে কান্দে দেখি রায়।
যোড়হাত করে রায় সকলেরে কয়॥
ধৈর্য্য ধর সকলেতে আসিব পশ্চাতে।
সারথিরে আজ্ঞা দিল রথ চালাইতে॥

আগুলিয়া রথ রহে প্রতিবাসী গণ।
শূন্যেতে চালাহ রথ কহিল রাজন॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে সারথি তখন
শূন্যেতে চালায় রথ পবন গমন॥
কমলের রথ যখন হৈল অদর্শন।
রাজা রাণী দুই জনায় করয়ে ক্রন্দন॥
কোথা গো তারিণী বলে কান্দে উভরায়।
প্রতিবাসী সবে আসি দোঁহারে বুঝায়।
নিয়ামক এই কর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর।
বিভা দিলে কন্যা যায় জামতার ঘর॥
তব কন্যা আদরিণী আনিহ ত্বরিতে।
শোক নাহি করো রাজা ধৈর্য্যধর চিতে॥
পুরবাসী কথা শুনে স্থির করে মন।
সকলেতে চলি গেল নিজ নিকেতন॥
হেথায় চালায় রথ শূন্যেতে উপরে।
অবিলম্বে গেল রথ জয়ন্তী নগরে॥

চণ্ডীকার চরণেতে মজাইয়া চিত্ত।
কমল তারিণী লীলা করিব রচিত।

অথ কমল তারিণীর দেহ ত্যাগ।

পয়ার।

জয়ন্তী নগরে রথ দিল দরশন।
তারিণী সহিত রায় দাসী পঞ্চজন॥
রাজপুরি মধ্যে রথ সারথি রাখিল॥
রাজা এলো বিভা করে এই শব্দ হলো॥
প্রতিবাসী গণ সব আইলো দেখিবারে।
কুলের কামিনী সবে আইল সত্বরে॥
অন্দর মধ্যেতে গেল কুল বধূ গণ।
তারিণীরে দেখিবারে চলে সর্ব্বজন॥
অন্তপুরে হৈতে রাণী সুসংবাদ শুনে।
বধূকে আনিতে জায় প্রফুল্লিত মনে॥
কুলবধূ নারিগণে সঙ্গেতে লইয়ে।
মঙ্গলাচরণ জন্য সবে চলে ধেয়ে।

দাসী সহরথ পরে বসায়ে তারিণী।
রূপ হেরি চমকিত যতেক রমণী॥
তারিণীর রূপে আলো করে রাজপুরী।
স্তব্ধ হয়ে দৃষ্টি করে যতেক সুন্দরী॥
বলে সবে কিবা রূপ এই কোনজন।
দেবকন্যা হবে বুঝি ভেল নরমন॥
যতেক অঙ্গনা সব একত্র হইয়ে।
বর কন্যা ঘরে আনে উলুধ্বনী দিয়ে॥
মঙ্গল চরণ সবে করে নারীগণ।
রাজরাণী পুত্রবধূর চুম্বিল বদন॥
করি আশীর্ব্বাদ করি নিল নিজঘরে।
বাদ্য শব্দ নিত্য গীত নৃত্যকীতে করে॥
নৃপতি নিজরাজ্য করয়ে রাজন।
কালেতে হইলো রাজার যুগল নন্দন॥
কিছুদিন গতে রাজা সভা জনে বৈল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাজ্য ভার নিয়োজিত কৈল॥

পরেতে হইলো রাজার আসন্ন সময়।
তারিণীরে কহে প্রিয়ে বলি হে তোমায়॥
আমার হইল দেখ অন্তিম সময়।
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়॥
তারিণী কহিছে নাথ কহিনাহে তোমায়।
বাল্যাবধি আমি সেবিয়াছি চণ্ডিকায়॥
একবার ডাকি দেখি কি করে শঙ্করী।
স্তব করে চণ্ডিকায় যোড় হস্ত করি॥
বলে মাগো দয়াময়ী দুঃখনিবারিণী।
আসন্ন সময়ে দেখা দেহ গো জননী॥
কৃপাময়ী তুমি কালী কৈবল্যদায়িনী।
ধরাতলে ভব নাম ত্রিলোকতারিণী॥
আমাদের হইয়াছে অন্তিম সময়।
দয়াময়ী এ দাসীরে হও মা সদয়॥
এতেক বলিয়া যদি তারিণী ডাকিল।
কৈলাসেতে ভগবতী অন্তরে জানিল॥

শরীর ঘুচাতে দুঃখ মহেশের প্রায়।
তন্যাপরে দেববাণী বলেন অভয়া॥
শুন বাছা তারিণি গো কহিব তোমারে।
দুই দাসী তোরা মোর বিদিত সংসারে॥
কৈলাসে লইয়া যেতে পারি দুই জনে।
কিন্তু এক বাসনা আছে যে মম মনে॥
মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত করে সুরপুরে।
এই ব্রত খ্যাত তোরা করহ সংসারে॥
পুনর্জন্ম নিতে হবে বণিকের ঘরে।
অন্তকালে যাবে পুনঃ কৈলাসশিখরে॥
কলিযুগে মম ব্রত হইবে প্রকাশ।
বাঞ্ছা ক'রে করে যদি পূর্ণ হবে আশ॥
পুত্রার্থির পুত্র হবে ধনার্থির ধন।
দরিদ্র করিলে হবে দুঃখ নিবারণ॥
দৈববাণী শুনি দোঁহে বিস্ময় জন্মিল।
তত্ক্ষণে দুই জনে সে দেহ ত্যজিল॥

কান্দিতে লাগিল তবে যুগল নন্দন।
দাহকার্য্য দুজনার কৈল সমাপন॥
অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ তবে করে দুই জনে।
নিজ রাজ্য করে দোঁহে মিলি বন্ধুগণে॥
হৃদয়ে ভাবিয়া চণ্ডী চামুণ্ডা রূপিণী।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কমল তারিণী॥
মহামায়া যদি মম পুরাণাভিলাষ।
চণ্ডিকার ব্রতলীলা করিব প্রকাশ॥

ইতি সমাপ্ত।

শুদ্ধাশুদ্ধ পত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	১৪	কায়েলু	লুকায়ে
২১	৪	অলস্য	আলস্য
[illegible]	১৩	ভাগু	শব্দ
[illegible]	১৬	চিত্তা	চিত্ত
২২	৮	যজ্ঞ	যজ্ঞে
২৩	৫	চুপেহ	গোপানেতে
২৫	১১	আলস্য	আলস
২৯	৯	চণ্ডীকা	চণ্ডিকা
৩১	১৫	মাওচা	চণ্ডিকা
৩৪	১০	রথাকড়ে	রথোপরে
৩৫	৯	স্থাগ	স্থান
[illegible]	১৩	শুব্য	শুভ্র
৩৮	১৩	তৎায়	তথায়
৩৯	১১	আধরে	অন্তরে
[illegible]	১৮	নাবে	পারে

শুদ্ধিপত্র

৪৪	২	অতলনা	অনুপমা
৪৫	১	শুসি	শুনি
৫২	১৩	শীরে	ন্যায়
৫৯	১৬	বেহার	বিহার
৯৪	১৩	প্রেয়সিনী	চন্দ্রাননী
১০৭	৭	করিয়াছ	করিয়াছি
১১০	১৩	করেছ	করেছ
১১৫	২	পাত্র	পাত্র
"	১৩	নহারাণী	মহারাণী
১১৬	৪	হুইতে	যু
"	৭	বড়ুই	যু
"	৯	থেরে	মোর
"	১২	আনি	আনি
১১৭	৬	পরবাসী	পুরবাসী
"	১২	ষ্ট	তুই
১১৮	৪	শক্তারে	সম্ভা

শুদ্ধিপত্র

১৩৪	১৪	চুম্ব	হাতে
১৩৫	১০	সকলের	সকলেরে
১৩৭	৩	চুম্ব	হা
১৩৯	১৪	দ্রুত	দ্রু
১৪১	১৬	কেশবেশ	কে
১৪২	১	বরবে	বক্ষে
১৪৩	৩	বধ্যেপী	যদ্যা
১৪৮	১৬	পাত্রস্থা	পাত্র
১৪৯	১৬	ভরন	ন

অথ গণেশ বন্দনা।

অসংখ্য প্রণতি পায়, বন্দ দেব গণরায়,
এক দন্ত কুঞ্জর বদন।
খর্ব্বরূপ কলেবর, চতুর্ভুজ লম্বোদর,
বিঘ্নরাজ মন্দার ভূষণ॥
কিরূপ রূপের শোভা, প্রভাতে যেন রবি আভা,
পীতাম্বর গলে সুশোভন।
তুমি দেব দেব খ্যাত, অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা,
সর্ব্ব দেবের অগ্রেতে গণন॥
তুমি প্রভু দয়াময়, বিধি বলে বেদে কয়,
সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পুজয়।
বিপদে সঙ্কটে পড়ে, তব নাম যদি স্মরে,
সে বিপদে মুক্ত হয়ে যায়॥
সিদ্ধিদাতা তব নাম, সিদ্ধি কর মনস্কাম,
এ দাসের এই আকিঞ্চন।

পার্ব্বতী প্রিয় পুত্রায়, নম দেব গ
কর যুড়ি বন্দি শ্রীচরণ ॥
আমি অতি দীনহীন, নাহিবুদ্ধি জ্ঞা
তব নাম স্মরিয়া মনেতে।
হীন জনার অভিলাষ, পূর্ণ কর মন
এই ভিক্ষা মাগি চরণেতে ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

বন্দ মাত সরস্বতী চরণ যুগলে।
শ্বেত বাস পরা মাতা স্থিতি শতদলে ॥
শ্বেতময়ী শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেত শত ভক্ত।
চরণ যুগলে মায়ের আছে বিকশিত ॥
বাকবাদিনী মাতা তুমি বীণাপাণি।
জীবে বাক্য দান দিলে বেদ প্রকাশিনী ॥
তোমার করুণা যারে হয় গো জননী।
সে জন জগতে মান্য তারে ধন্য গণি ॥
দেবগণে টেকলে রক্ষা রাবণ নাশিলে।
বেদ সৃষ্টি করি মাতা ব্যাসে সমর্পিলে ॥

পবিত্র করিলে মাতা ব্রহ্মার ভবন।
অবনীতে আনে তোমায় দিলীপ নন্দন
তাহার তপস্যা ফল খ্যাত ত্রিভুবনে।
অবতীর্ণ হলে মাতা যাহার কারণে ॥
উদ্ধারিলে তার বংশ গেল স্বর্গবাসে।
অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি সর্ব্ব জনে ঘোষে ॥
অসীমা মহিমা তোমার কে বর্ণিতে পারে
তবু জানি ত্রিপুরারি রাখিয়াছেন শিরে ॥
সুর শৈবলিনী গঙ্গে ত্রিপথ গামিনী ;
নিরাকার জলময়ী তিমির নাশিনী ॥
শত শত মৃতকায়া পড়ে তব জলে।
দয়া করি দয়াময়ী করিয়াছ কোলে ॥
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি শিব উক্তি শুনি।
মোক্ষপদ পায় জীব পরশিলে পানি ॥
নানা তীর্থ আছে মাগো এ মহী মণ্ডলে।
সর্ব্ব তীর্থ ফল মাতা ফলে তব জলে ॥
সর্ব্ব তীর্থ ময়ী গঙ্গে বেদাগমে শুনি।
ধারাতে ত্রিধারা হলে ত্রিলোক তারিণী ॥

জাতিতে দ্বিজের দাস কায়স্থ কুলেতে।
বসু বংশেতে উদ্ভব গৌতম গোত্রেতে॥
আদ্য পুরুষ সকলের তথায় বসতি।
গুণে গুণাকর সবে ধর্ম্ম পথে মতি॥
সহ পিতামহ আমার ভাই পঞ্চজন।
কনিষ্ঠ রামসুন্দর সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
প্রকাশিয়া সেই কথা করি নিবেদন।
সংপ্রতি খাপধাড়ায় বাহার কারণ॥
গণনে সামান্য গ্রাম কেহ২ জানে।
আছে নদী দামোদর সুন্দর সেখানে॥
ঐ গ্রাম বাসী আছে দত্ত কয়েক জন।
জাতিতে কায়স্থ তারা মৌলিকে গণন॥
উপাধি হাজরা তাঁদের সর্ব্বলোকে জানে।
দয়াশীল পুণ্যবান সেবে দ্বিজগণে॥
ঐ বংশে রুদ্ররাম হাজরা মহাশয়।
এক কন্যা ছিল তাঁর নাম্নিক তনয়॥
রামসুন্দর বিভা করেন সেই কন্যা মানিনী।
মেঘের কোলেতে যেন শোভে সৌদামিনী॥

তাঁর গর্ভে জন্মিলেক চারিটি নন্দন।
পরম সুন্দর রূপে সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠ হৈল রাজচন্দ্র দ্বিতীয় কিশোর।
তৃতীয় রাইমোহন্ চতুর্থ দামোদর ॥
এই চারি পুত্র বাস করেন তথায়।
রাজমহের বিষয় পাইল সমুদয় ॥
জ্যেষ্ঠ রাজচন্দ্রের হয় তিনটি নন্দন।
বিশেষিয়া সেই কথা করহ শ্রবণ ॥
নবকৃষ্ণ ধনকৃষ্ণ আর প্রাণকৃষ্ণ।
নবকৃষ্ণ ইহাদের সকলের জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁর সম পুণ্যবান কভু দেখি নাই।
ভ্রমিলেন নানা তীর্থ তার সংখ্যা নাই ॥
তাঁর অংশে জন্মি মোরা ভাই চারি জন।
সর্ব্ব নিষ্ঠ আছি কেবল আমি হীনজন ॥
নাহি বিদ্যা সুচামতি নাহি আমোদর।
বাল্যকালে পিতা মাতার পরলোক হয় ॥
বিদ্যা শিক্ষা সেকারণ না হৈল আমার।
বাল্যকালে হৈল মোর সংসারের ভার ॥

পিতা নবকৃষ্ণ-পদ ভাবি মনে মনে।
সংসারের চিন্তা করি ভ্রমি স্থানে২।।
মনে মনে অভিলাষ হয়েছে আমার।
কমল তারিণী লীলা করিতে প্রচার।।
পরাধীন জনের আশা সিদ্ধ নাহি হয়।
সাধিনের সাধ পূর্ণ অবিলম্বে হয়।।
ভাবিয়া চণ্ডীকা পদ হৃদে করি সার।
তাঁহার কৃপায় গ্রন্থ হইবে প্রচার।।
পাঠক মহাশয়বর্গে এই নিবেদন।
রচনার দোষাদোষ করেন মার্জ্জন।।
ইহাতে অশুদ্ধ যদি ভ্রমক্রমে হয়।
সে দোষেতে সবে মোরে দিবেন অভয়।।
গুণী জনায় করিয়া আমি অসংখ্য প্রণাম।
মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা যাঁহাদের নাম।
বর্দ্ধমানের সামিল [illegible] [illegible]।
অন্তঃপাতি থানা [illegible] [illegible]।
তথায় জানিবে সবে [illegible] [illegible]।
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃদে ভাবি চণ্ডীকার চরণ দুখানি।
বিরচিত নবকাব্য কমল কামিনী॥

গ্রন্থের সূচনা।

জয়ন্তীনগরে রাজা জয়ৎসেন নাম।
ত্যশীল দয়াবন্ত গুণে গুণধাম॥
তাপে কার্ত্তিক বীর্য্য অর্জ্জুন সোসর।
কছত্রে রাজত্ব করয়ে নিরন্তর॥
ানে কর্ণ সম রাজা মানে দুর্য্যোধন।
ীলতায় চন্দ্র যেন প্রতাপে রাবণ॥
ণ্যবন্ত নরপতি সুশীল সুধীর।
জার পালনে যেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
র্মশীল জিতেন্দ্রিয় গুণে গুণাকর।
তীথ সেবন রাজা করে নিরন্তর॥
রবধি করে রাজা অতীথ সেবন।
বযোগে সন্ন্যাসী আইল একজন॥

বিভূতি অঙ্গেতে মাখা পিঙ্গল বরণ ।
মহাতেজোময় যেন দ্বিতীয় তপন ।।
রাজ সভামধ্যে আসি হৈল উপস্থিত ।
দেখি সভাসদগণ হৈল চমকিত ।।
সিংহাসন হৈতে রায় উঠিল তখন ।
ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর বন্দিল চরণ ।।
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা যোড়হাতে কয় ।
অদ্য মম গৃহেতে বঞ্চিবে মহাশয় ।।
রাজার পরম ধর্ম্ম অতীথ সেবন ।
মম ভাগ্যে আসিয়াছ করহ পারণ ।।
সন্ন্যাসী চাতুর করে রাজা প্রতি কয় ।
আমার নিয়ম এক আছে মহাশয় ।।
যদ্যপি আমারে তাহা দেহত রাজন ।
তবে আমি তব গৃহে করিব ভোজন ।।
রাজা বলে কহ শুনি সন্ন্যাসী গোসাঁই ।
সাধ্য হলে অবশ্য পাইবে মোর ঠাঁই ।।
সন্ন্যাসী কহিছে রাজা শুন দিয়া মন ।
পুণ্যবন্ত তুমি রাজা জানে ত্রিভুবন ।।

বক্ষঃ চিরি মোরে রাজা দেহত রুধির।
পূজিব তোমার রক্তে দেব দিগম্বর॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি সবে চমৎকার।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করিল স্বীকার॥
সাধু২ বলে রাজার সকলে বাখানে।
তুষ্ট হৈয়া সন্ন্যাসী রহিল সেই খানে।
স্নানাদি সকল কার্য্য করে যোগীবর।
হেনকালে গেল যোগী রাজার গোচর॥
পূজার সময় মোর হৈল উপস্থিত।
বক্ষঃ চিরি মোরে রাজা দেহত শোণিত॥
আস্তে ব্যস্তে নরপতি করি স্নানদান।
শুদ্ধ হৈয়া আইলেন যোগী সন্নিধান॥
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র এক লৈয়া নিজ করে।
বক্ষঃ চিরি রুধির দিলেন সন্ন্যাসীরে॥
রাজার সাহস দেখে সবে চমৎকার।
সাধুবাদেয় সকে করে হাহাকার॥
ক্ষণেক বিলম্বে রাজা পাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর নিকটেতে করিল গমন॥

রুধির লইয়া যোগি পূজে মহেশ্বর।
বলে শাপ কৃতবাসে রহে নৃপবর॥
পূজা অন্তে সন্ন্যাসী মেলিল নয়ন।
দেখিলেক সম্মুখেতে আপনি রাজন॥
সন্ন্যাসী কহিছে রাজা করহ শ্রবণ।
তব গুণে বান্ধা আমি রহিনু এখন॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি রহিল ঘোষণা।
এই বর দিব তোমায় আছে যে বাসনা॥
কন্যা পুত্র নাহি তব আছহ চিন্তিত।
এই পুণ্যফলে পুত্র হইবে নিশ্চিত॥
হইবেক তব পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
দেখিতে না পাবে পুত্র শুনহ রাজন॥
তব ভার্য্যা নয় মাস গর্ভবতী হলে।
প্রাণ পরিত্যাগ হবে পূর্ব্ব কর্ম্মফলে॥
কি করিব আমি রাজা বিধাতার লিখন।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি পুরাণ বচন॥
এক ঝলি যোগীবর কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়াত নরপতি মনক্ষুণ্ণ জ্ঞান।

হাহাকার শব্দ করি উঠিল রাজন।
কোথা গেল যোগীবর নাহি দরশন॥
মনেং ভাবনা করিছে নরপতি।
শাপ নহে বর যোগী দিলা আমা প্রতি॥
কন্যা পুত্র নাহি মোর আঁটকুড়া কয়।
অবশ্য হইবে পুত্র জানিনু নিশ্চয়॥
দেখিতে না পাব পুত্র অদৃষ্টের ফলে।
ভাবিতেং রাজা নিজালয় চলে॥
বসুদাস ভাবি চণ্ডি চামুণ্ডা রূপিণী।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী॥

—•❁•—

অথ রাণীর গর্ভের সঞ্চার।

দির্ঘ ত্রিপদী।

শাপে বর পায়ে রায়, হরিষ বিষাদ কায়,
নিজালয়ে করিল গমন।
পাত্র মিত্রগণ যত, আর সব প্রজা যত,
ডাকাইয়া আনিল তখন॥

আপন বৃত্তান্ত যত, বুড়া কহাইল জ্ঞাত,
কহিলেক শাপের কথন।
সর্ব্বলোকে শুনে বাণি, গর্ভ হলে রাজরাণী,
নয় মাসে রাজার মরণ॥
এইরূপে কিছু দিন, গত হয়ে যায় দিন,
রাজার নিকট কাল হল।
হেথা রাণী অন্তঃপুরে, পূজে দেব মহেশ্বরে,
পুত্র হেতু দিয়া শতদল॥
অহরহ শর্ব্বরী, পূজে রাণী ত্রিপুরারি,
সানুকুল হৈলা দিগম্বর।
কহিলেন দৈববাণী, শুন২ কহি রাণী,
হবে পুত্র সর্ব্ব গুণাধর॥
মম পূজার পুষ্প লয়ে, তাহে গঙ্গাজল দিয়ে,
ঋতু দিনে করিবে ভক্ষণ।
জন্মিবে পুত্র ঔরসে, যদ্যপি পুরিবে বশে,
নয় মাসে রাজার মরণ॥
শুনিলেক দৈববাণী, বড় আপ্ত হৈয়া রাণী,
চলিলেক আপন আগারে।

চিন্তে রাণী নিরন্তর, দেব দেব মহেশ্বর,
ঋতুবতী হইল সত্বরে।।
তৃতীয় দিনের পরে, শিব পুষ্প লয়ে করে,
গঙ্গাজলে করিল ভক্ষণ।
নিশিযোগে পতি সনে, বেহারিল দুইজনে,
রতি সহ যেমন মদন।।
গর্ভের হৈল সঞ্চার, সবে লাগে চমৎকার,
কানাকানি করিতে লাগিল।
পঞ্চমাস উপস্থিত, নৃপ দিল পঞ্চামৃত,
নগরেতে মহা কোলাহল।।
এইরূপে সপ্তমাস, আগত অষ্টম মাস,
রাজা ভাবে নিকট মরণ।
লত বন্ধুবর্গ লয়ে, ভূপতি আনন্দ হয়ে,
দ্বিজে দান দেয় অগণন।।
[illegible]দাস এই বলে, চণ্ডীকার পদতলে,
কৃপা কর শিব সীমন্তিনী।
দীন দাসে কৃপা করি, ত্রাণ কর গো শঙ্করী,
অন্তে দিয়া চরণ দুখানি।।

অথ রাজার মৃত্যু।

অন্তকাল প্রাপ্ত হৈল দেখি নরপতি।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করয়ে যুকতি॥
মন্ত্রীকে সঁপিলা রাজ্য করিয়া যতন।
মম মত কর মন্ত্রী প্রজার পালন॥
আমার পালনে সবে যে রূপে আছয়।
দ্বিগুণ করিবে তার কহিনু তোমায়॥
দুষ্টের দমন করো সাধুর পূজন।
দেব দ্বিজ হিংসা না করিবে কদাচন॥
রাণীর গর্ব্ভেতে যদি পুত্র জনময়।
দ্বাদশ বৎসরে রাজ্য করিবে তাহায়॥
এই সব সভা মন্ত্রী করত স্বীকার।
সত্য করি মন্ত্রী করে অঙ্গীকার॥
যে যেমত যোগ্য ব্যক্তি সভাতে আছিল।
তেমতি কর্ম্মেতে রাজা তারে নিযোজিল॥
সকলেরে সান্ত্বনা করিয়া নরপতি।
অবশেষে চিন্তেন্দ্র আপনার গতি॥

তুলসী মঞ্চেরের নীচে করিল আসন।
তাহে বসি নরপতি চিন্তে নারায়ণ॥
দয়া কর দিননাথ অগতির গতি।
অধম তরাতে নাম ধর লক্ষ্মীপতি॥
কৃপাময় কৃপানিধি কেশব কংসারি।
প্রাণ বাহিরায় যেন তব নাম স্মরি॥
দ্বিজগণে দান ভূপ দেয় অপ্রমিত।
যেবা যাহা চাহে তারে দেয় মনোনিত॥
এইরূপে নয় মাস ত্রয়োদশ দিনে।
শরীর ছাড়িল রাজা ভাবি নারায়ণে॥
রাজ্যে যত প্রজালোক করে হাহাকার।
অরাজক হৈল রাজ্য গেল রাজ্যধর
কান্দিতে লাগিল যত সুহৃদ স্বজন।
পাত্র মিত্রগণ কান্দে হৈয়া অচেতন।
অন্তঃপুরে কান্দে রাণী হারায় সম্বিত।
শিরে করাঘাত করে ধুলায় লুণ্ঠিত॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে রাখিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥

যোখা যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
চন্দনার্দ্র ঘৃত আনে দূতে পাঠাইয়া॥
চৌদলে করিয়া নিল রাজার শরীর।
লইয়া চলিল সবে ভাগিরথী তীর॥
রাণিকে লইয়া চলে রত্ন দোলা করি।
গঙ্গাতীরে ভূপতির দাহকার্য্য সারি॥
স্নানাদি তর্পণ তথা করে সর্ব্বজনে।
কান্দিতেং সবে আইল ভবনে॥
বসুদাস ভাবি চণ্ডী চামুণ্ডা রূপিণী।
বিরচিত নবকাব্য কমল ভারিণী॥

অথ কমলের জন্ম ও রাজ্য প্রাপ্তি।

এইরূপে এক মাস গত হলে পর।
অশুচান্তে শ্রাদ্ধ রাণী করিল সত্বর॥
বিধিমতে শ্রাদ্ধ আদি সকলি করিল।
ভিক্ষুক দরিদ্র যত দানেতে তুষিল॥
নানা ধন বিতরণ রাজপত্নী করে।
সাধ্য কার কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে॥

দশ মাস গর্ভ রাণী দেখি মন্ত্রিগণ।
গঠিল সূতিকাগার অতি বিচক্ষণ ॥
দশ মাস দশ দিন গত হলে পরে।
প্রসব বেদনা এলো রাজ্ঞীর শরীরে ॥
বেদনায় রাজ রাণীর চক্ষে জল পড়ে।
মনে মনে চিন্তে রাণী দেব মহেশ্বরে ॥
দয়া কর ত্রিপুরারি ত্রিতাপ সংহারি।
এসব বেদনা আর সহিতে না পারি ॥
শিব নাম মনে মনে জপিতে জপিতে।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র শিবের কৃপাতে ॥
ভূমিতে পড়িল পুত্র ধাত্রী নিল কোলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত ভূতলে ॥
মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া রাণী পড়িল ভূতলে।
ধাত্রী বলে উঠ রাণী পুত্র লহ কোলে ॥
চেতন পাইয়া রাণী উঠিয়া বসিল।
পুত্রমুখ দেখি তাঁর সর্ব্বদুঃখ গেল ॥
পতি শোক পাসরিল পুত্রমুখ দেখি।
নগর বাসিনী নারী সবে হৈল সুখি ॥

হরিষ বিষাদে রাণী পুত্র নিল কোলে
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে ॥
রাজার তনয় হৈল এই কথা শুনি।
কোলাহল হুলু ধ্বনিতে পূরিল মেদিনী।
পাত্র মিত্র সবে এল পুত্র দেখিবারে।
পুত্র দেখি সবাকার আনন্দ অন্তরে ॥
বিধিমতে জাতকর্ম্ম সকলি করিল।
আটকৌড়ে ষষ্ঠীপূজা সব সাঙ্গ হৈল ॥
গণক আনিয়ে সবে করায় গণনা।
রাজপুত্রের নাম রাখে করিয়া মন্ত্রণা ॥
গণক কহিছে গণি শুন মহাশয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ এই রাজার তনয় ॥
বড়ই ধার্ম্মিক হবে ধর্ম্মপদে মতি।
সসাগরা পৃথিবীর হইবেক পতি।
তনয়ের গুণে পূর্ণ হবে ভূমণ্ডল।
অনুমান করি নাম রাখিল কমল ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু চন্দ্রের কিরণ।
ছয় মাসে অন্ন দিল করিয়া যতন ॥

এইমতে কিছু দিন গত হয়ে গেল।
পঞ্চম বৎসরে তার হাতে খড়ী দিল ॥
বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিল নন্দনে।
অনাহার না করি শিশু পড়ে রাত্রি দিনে ॥
নানা বিদ্যা পড়ি শিশু হইল পণ্ডিত।
গুরু পড়াইতে নারে হেন গুণান্বিত ॥
ধনুঃবিদ্যা শিক্ষা কৈল অতি চমৎকার।
সর্ব্ব বিদ্যা শিখে শিশু আনন্দ অপার ॥
এই মতে এগার বৎসর গত হয়।
পাত্র মিত্রগণ সবে হরষিত হৃদয় ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজাগণ।
অভিষেক করি তারে করিল রাজন ॥
বাদ্যভাণ্ড সিংহনাদ বীরগণ কৈল।
মহা কোলাহল শব্দে পৃথিবী পূরিল ॥
প্রজাগণ হলো সুখি রাজা হলো রায়।
সকলে আনন্দ চিত্ত প্রফুল্ল হৃদয় ॥
পরম আনন্দে রাজ্য করে নরপতি।
হই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মপথে মতি ॥

বসুদাসে ভাবি চণ্ডী চামুণ্ডা রূপিণী।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী॥

অথ মন্ত্রসেন রাজার কন্যাদ্বয় শ্রী
তারিণীর জন্ম।

দ্রাবিড় নগর এক অপূর্ব্ব সহর।
তথা বাস করে মন্ত্রসেন নরবর॥
নিজ বাহুবলে রাজা পৃথিবী শাসিল।
রাজসূয় যজ্ঞ যেন পাণ্ডুগণ কৈল॥
তেমতি করিয়া যুদ্ধ মন্ত্র নরপতি।
সসাগরা পৃথিবীর হয়েছে ভূপতি॥
চণ্ডীকা নামেতে দেবী রাজার গৃহেতে।
তাহার কৃপায় রাজা জয়ী ত্রিজগতে॥
অপত্য বিহীন রাজা নাহি সহোদর।
দুঃখচিত্তে নরপতি থাকে নিরন্তর॥
এক দিন নরপতি প্রত্যুষে উঠিয়া।
প্রাতঃকর্ম্ম করি ভূপ বৈঠল আসিয়া॥

নগর বাসিনী এক চণ্ডালের নারী।
প্রভাতে উঠিয়া ভূপে দেখিল সুন্দরী ॥
অন্য স্ত্রীকে চুপেং কহে চণ্ডালিনী।
[illegible] কি বিকল্পে মোর পোহাল যামিনী।
আঁটকুড়া ভূপে আজ দেখিনু নয়নে।
কি আছে অদৃষ্টে ইহা ভাবি মনেং ॥
নগর ভ্রমিয়া তবে নরপতি যায়।
হেন কথা নৃপবর শুনিবারে পায় ॥
শুনি দুঃখ চিত্তে রাজা ভাবিছে অন্তরে।
আঁটকুড়া লোক কেন থাকয়ে সংসারে ॥
সাত পাঁচ নরপতি মনেতে ভাবিয়া।
[illegible] দেবীর কাছে হত্যা দিল গিয়া ॥
রাণীর সহিত রাজা একামন করি।
কহিছে আমারে কৃপা করগো শঙ্করী ॥
কন্যা পুত্র নাহি মোর আঁটকুড়া বলে।
দুই অধর্ম্মী আমি পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ॥
[illegible] কর দয়াময়ী দুর্গতি নাশিনী।
[illegible]য়া অম্বিকা মাতা দুঃখ নিবারিণী ॥

অসুর নাশিয়া রক্ষা কৈলে দেবগণে।
শ্রীনন্দে করিলে রক্ষা দক্ষিণ মশানে॥
শ্রীরামে করিলে রক্ষা রাবণ নাশিলে।
হলাহল পানে হরে রক্ষা করেছিলে॥
বসুদেবে কৈলে রক্ষা যমুনার জলে॥
শিবারূপ ধরি তারে পার করেছিলে।
বাসবে করিলে রক্ষা বধি মহিষাসুরে।
দৈত্যগণ বধি রক্ষা করিলে দেবেরে॥
কৃপাময়ী এ দাসেরে হও মা সদয়।
বিপদে শঙ্করী দেমা চরণ আশ্রয়॥
স্ব ভার্য্যা সহিত রাজা বহু স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবী বর দিলা তাঁরে॥
শুন বাছা মন্ত্রসেন হৈল দৈববাণী।
পুত্র নাহি হবে বাছা হইবে নন্দিনী॥
তার রূপে গুণে পূর্ণ হইবে মেদনী।
জগতে রহিবে খ্যাত যাবত ধরণী॥
শুনি ভাবং রাজা যায় নিজঘরে।
বর পায়ে নরপতি আনন্দ অন্তরে॥

ভার্য্যা সহ নরপতি আইল গৃহেতে।
নিজ রাজ্য করে পুনঃ প্রফুল্ল মনেতে॥
এক দিন ঋতু স্নান করিলেন রাণী।
পতি সঙ্গে রস রঙ্গে পোহায় যামিনী॥
সেই ঋতু যোগে রাণী হৈল গর্ভবতী।
নিরন্তর পুজে রাণী দেবী ভগবতী॥
ক্রমে দুই চারি মাস গত হয়ে যায়।
গর্ভ হেরি নরপতি প্রফুল্ল হৃদয়॥
বিধিমতে জাতঃকর্ম্ম সকলি করিল।
ছয় মাসে শুভদিনে সাধ খাওয়াইল॥
সদাই অলস্য[illegible] শয্যা ভূমিতলে।
পোড়ামাটি খায় রাণী সন্তোষ অন্তরে॥
দশ মাস দশ দিন শুভদিন এল।
প্রসব বেদনায় রাণী অস্থির হইল॥
ফুকারে কান্দিতে থারে চক্ষে জলপড়ে।
চণ্ডীকার পাদপদ্ম মনে মনে স্মরে॥
তারাপদ মনে মনে করিতে স্মরণ।
প্রসব হইল রাণী কন্যা সুলক্ষণ॥

কমল পদ্ম যেন জলে লোটায় ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥
শঙ্খ ঘণ্টা লইয়া বাজায় কোন ধনী ।
মঙ্গলাচরণ করে দেয় হুলুধ্বনি ॥
মুক্ত পদ্ম হয়ে রাণী ভূতলে লোটায় ॥
নিরক্ষিয়া মুখ শশী সব দুঃখ যায় ।
প্রফুল্লিত হয়ে রাণী কন্যা কোলে নিল ।
পুনঃ২ চুম্ব তার বদনেতে দিল ॥
তনয়া হইল রাজা শুনিয়া শ্রবণে ।
ত্বরান্বিত হয়ে চলে কন্যা দরশনে ॥
হেরিয়া কন্যার মুখ আনন্দিত রায় ।
কহিছে চণ্ডীকা মোরে হয়েছে সদয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া চণ্ডী চরণ দুখানি ।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ বাল্যক্রীড়া ছলে তারিণীর চণ্ডীকা আরাধনা।

ত্রিপদী।

হরষিত হয়ে রায়, বাটীর বাহিরে যায়,
নানা ধন করে বিতরণ।
গো ভূমি রত্ন কাঞ্চন, দ্বিজে দেয় অগণন,
সাধ্য কার কে করে বর্ণন॥
তৈল হরিদ্রাদি যত, মিষ্ট অন্ন কত শত,
প্র[illegible] রাজা দিল।
নাচে [illegible] নৃত্যকেতে, বাদ্য বাজে নগরেতে,
নরপতি আনন্দে ভাসিল॥
জাতঃকর্ম্ম আদি যত, পূর্ব্বাপর নিয়মিত,
ষষ্ঠীপূজা কৈলা সমাপন।
ছয় মাসে নরপতি, হইয়া প্রফুল্ল মতি,
অন্ন দিলা করিয়া যতন॥
যত জ্ঞাতিবর্গ মেলি, সবে হয়ে কুতূহলী,
প্রেমানন্দে ভোজন করিল।

তারা আগ্রহেতে নিধি, মিলাইল যদি বিধি,
নাম তাই তারিণী রাখিল ॥

সবার আনন্দ মনে, বাড়ে কন্যা দিনে দিনে,
নানা কথা শিখিয়া বেড়ায়।

এইরূপে গত হৈল, পঞ্চম বৎসর গেল,
সখী সঙ্গে সদত খেলায় ॥

খেলে যত সখী মিলে, সবারে তারিণী বলে,
শুন সখী সকলেরে কই।

আজ সবে খেলা ত্যজি, চলগো চণ্ডীকা পূজি,
এই খেলা খেলিগে লো সই ॥

পূজে চণ্ডী নিরন্তর, সবে মাগি লব বর,
হবে পতি মনের মতন।

এই যুক্তি সার বলি, সবে হয়ে কুতূহলী,
সকলেতে চলিল তখন ॥

আনন্দ হয়ে অন্তরে, চলে পুষ্প তুলিবারে,
পুষ্পোদ্যানে গমন করিল।

তোলে পুষ্প নানাজাতি, মল্লিকা মালতী যাতী,
কেহ২ তুলে বিল্বদল ॥

তুলিয়া পুষ্প সাজিয়ে, চলে স্নান করিবারে,
কন্যাগণ হয়ে শুদ্ধাচার।
বড় ভয়ানক স্থান, দেবী যথা মূর্ত্তিমান,
সবে গেল মন্দির ভিতর॥
জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিল্বদল,
সবে করে চরণে অর্পণ।
পূজা সাঙ্গ হৈলে পর, যোড়হাতে মাগে বর,
দেহ পতি সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
হেনমতে কন্যাগণ, পূজে চণ্ডীকা চরণ,
কেহ পুনঃ না আইল।
রামবালা নিরবধি, পূজে দেবী হৈমবতী,
বাল্যক্রীড়া সকলি ছাড়িল॥
হয়ে কন্যা একাহারি, পূজে দেবী মহেশ্বরী,
দেখি রাণী কহিছে কন্যারে।
শুধাইল শশীমুখ, কেন বাছা হেন দুঃখ,
হেন খেলা কে শিখালে তোরে॥
আর যত কন্যাগণ, পূজা করি এক দিন,
সকলেতে নিরস্ত হইল।

তুমি কোন দুঃখে দুঃখী হও, সত্য করি মোরে কও,
সদাই যে দেখি মা চঞ্চল।।
শুনিয়া মায়ের বাণী, মৃদুস্বরে কহে ধনী,
বলে মাতা করি নিবেদন।
পতি হেতু আরাধনা, পুজি মাতা ত্রিনয়না,
নিত্য নিত্য করিব পূজন।।
আপনি পিতাকে বলি, দেহ এক গৃহ তুলি,
চণ্ডীকার বাটীর মধ্যেতে।
মনোনীত দাসী লয়ে, পুজিব চণ্ডীকা গিয়ে,
কেহ আর না পাবে যাইতে।।
এহা যদি না করিবে, নিশ্চয় জানিবে তবে,
ছাড়িলাম জীবনের আশ।
নতুবা গরল খাবো, জীবনেতে ঝাঁপ দিব,
অনলেতে করিব প্রবেশ।।
শুনিয়া কন্যার কথা, রাণী মনে পেয়ে ব্যথা,
কেন বাছা নিষ্ঠুর কহিলে।
গড়ে দিব অট্টালিকা, পূজা কর মা চণ্ডীকা,
এত বলি কন্যা নিল কোলে।।

[illegible] রাগিণী।

লইয়া নিজ অঞ্চল, মুখশশী মুছাইল,
ঘন২ চুম্বিল বদন।
মিষ্টান্ন পায়স আনি, কন্যারে দিলেক রাণী
যতনেতে করায় ভোজন॥
বসুদাস এই বলে, চণ্ডীকার পদতলে,
দাসে দয়া কর গো জননী।
দীনজনার অভিলাষ, পূর্ণ কর মন আশ,
অন্তে দিও চরণ তরণী॥

অথ ভগিনীর গৃহ গমন।

নিশিযোগে রাজপত্নী কহিল রাজারে।
তব কন্যা চণ্ডীকায় পূজে নিরন্তরে॥
না করে আহার কন্যা না করে শয়ন।
সতত পূজয়ে কন্যা চণ্ডীকা চরণ॥
আমারে কহিল কন্যা অদ্য দিবসেতে।
যথায় চণ্ডীকা মাতা আছে যে গৃহেতে॥

ঐ পুরীর মধ্যে এক গৃহ দেহ করি।
সখী সঙ্গে লয়ে আমি পুজিব শঙ্করী॥
ইহা যদি না করিবে নিশ্চয় জানিবে।
অবশ্য ছাড়িবে প্রাণ কন্যা নাহি পাবে॥
বড় সোহাগের কন্যা দিয়াছেন বিধি।
তারা আরাধনে মোরে মিলাইল নিধি॥
দেবীর বাটীর মধ্যে আছে রম্যস্থান।
তারিণীর গৃহ তথা করহ নির্ম্মাণ॥
চণ্ডীকা দিয়াছে কন্যা সদয় হইয়া।
পুজিবে চণ্ডীকা মাতা প্রিয়সখী লৈয়া॥
এইরূপে দুই জনে কথোপকথনে।
আনন্দে শর্ব্বরী সুখে পোহায় দুজনে॥
প্রভাতেতে সিংহাসনে বসি নরবর।
গঠিতে তারিণী গৃহ হইল তৎপর॥
দিব্য এক গৃহ রাজা দিল করাইয়া।
তাহে বসি পুজে কন্যা মহেশের জায়া॥
প্রিয়সখী তারিণীর যাহারা আছিল।
সেই পুরিমধ্যে তারা সকলে আইল॥

দ্বারেতে রহিল যাজি কত নারীগণ।
পুরুষ যাইতে তথা হইল বারণ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর গত হল।
প্রস্ফুটিত তারিণীর যৌবন কমল॥
দেখে হেতু নরপতি চিন্তিত হৃদয়।
যোগ্যপাত্র স্থানেং খুঁজিয়া বেড়ায়॥
এক দিন কন্যাগারে গেলেন রাজন।
কহিছে তোমার বিভা দিব যাছাধন॥
পাত্র অন্বেষণ করি তাহার কারণে।
কৈতা করে কহ বাছা কিবা ভয় মনে॥
তারিণী কহিছে পিতা বলি গো তোমায়।
যাবৎ চণ্ডীকা বর না দেন আমায়॥
তদবধি বিভা আমি কভু নাহি কার।
দেখ দেখি দয়াময়ী কি করে শঙ্করী॥
এইতো প্রতিজ্ঞা পিতা করেছি এখন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
হা শুনি নরপতি নিঃশব্দে রহিল।
আপন আলয়ে রায় ফিরিতে আইল॥

কহে ভাবি চণ্ডীকার চরণ দুখানি।
বিরচিত নব কাব্য কমল তারিণী।

অথ কমলের মৃগয়া যাত্রা।

হেথায় করেন রাজ্য কমল নৃপতি।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মপদে মতি॥
এক দিন কহে রাজা যত সভাজনে।
কল্য সবে যাই চল মৃগয়া কারণে॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত সৈন্যগণ।
সকলেতে আনন্দিতে করিল সাজন॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথারোহে।
নানা অস্ত্র তোলে কেহ রথের উপরে॥
রাজার আছয়ে এক অশ্ব মনোহর।
ঐরাবৎ সম অশ্ব পরম সুন্দর॥
পক্ষিরাজ নাম তার ভুবনে বিদিত।
ছয় দিনে যায় ঘোড়া ছমাসের পথ॥
সেই বাজী পৃষ্ঠে রাজা করি আরোহণ।
চলিলেক নরপতি মৃগয়া কারণ॥

সৈন্যে সাজিয়া চলে কমল নৃপতি।
বিপরীত দূর বনে করিলেক গতি॥
সেই বন মধ্যে এক আছে দিব্য স্থান।
দেখিল আশ্চর্য্য পুরী অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
চৌদিগে প্রাচীর উচ্চ অতি ভয়ঙ্কর।
পুরী দেখি সভাকারে লাগে চমৎকার॥
ক্রমেং গেল সবে পুরীর ভিতর।
না দেখি মনুষ্য সবে চিন্তিত অন্তর॥
সেই পুরী মধ্যে সবে রহে স্থানে স্থান।
এক দৈন্য সেই স্থানে করে স্নানদান॥
খাদ্য দ্রব্য সকলেতে যাহা লয়েছিল।
সেই স্থানে বসি সবে ভোজন করিল॥
রাক্ষসের পুরী সেই থাকয়ে রাক্ষসে।
আইল রাক্ষসগণ বেলা অবশেষে॥
দেখিল মনুষ্যগণ পুরীর মধ্যেতে।
সিংহনাদ করি তারা ধাইল ত্বরিতে॥
রাক্ষস দেখিয়া রাজা মনে পায় ভয়।
বলে এইবারে রক্ষা কর দয়াময়॥

সব সৈন্য ভূপতির পলাইয়া গেল ।
একেশ্বর নরপতি তথায় রহিল ॥
রাজার বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার ।
সন্ধান পূরিয়া রাজা যুঝিলেক সার ॥
বাণে বাণে জর্জ্জর করিল সবাকারে ।
ভয়েতে রাক্ষসগণ পলাইল দূরে ॥
একটা রাক্ষস ছিল বলে বলবান ।
যুঝিবারে সে রাক্ষস হৈল আগুয়ান ॥
উপাড়িয়া বৃক্ষ এক মারে ভূপতিরে ।
বৃক্ষাঘাতে পড়ে রায় অশ্বের উপরে ॥
রাজারে লইয়া অশ্ব পলাইয়া যায় ।
পশ্চাৎ রাক্ষসগণ মারিবারে ধায় ॥
দেখহ চণ্ডীর খেলা কে বুঝিতে পারে ।
উপনীত হৈল অশ্ব দ্রাবিড় নগরে ॥
কহে ভাবি চণ্ডীকার চরণ দুখানি ।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ কমলের জাবিড় নগরে প্রবেশ ও মালি-
নীর সহিত সাক্ষাৎ।

বাজী পৃষ্ঠে নরপতি পাইল চেতন।
না দেখে রাক্ষস পুরী নাহি সৈন্যগণ।
নগর দেখিয়া রায় ভাবিতে লাগিল।
কোথা আইলাম আমি সৈন্য কোথা গেল॥
রাজপুরী দেখি রায় হৈল আনন্দিত।
চতুর্দ্দিকে দেখে পুরী দেখে অচাম্বিত॥
বিচিত্র রচিত পুরী অতি ভয়ঙ্কর।
পশ্চিম দিকে দেখে সরোবর।
বকুল বৃক্ষেতে রায় অশ্বেরে বান্ধিল।
শ্রান্ত হয়ে নরপতি তলেতে বসিল॥
রাক্ষসের যুদ্ধে রায় হয়েছে দুর্ব্বল।
সরোবরে গেল রাজা খাইবারে জল॥
সরোবর পশ্চিমেতে পুষ্পের উদ্যান।
হীরা নামে মালিনীর তথা বাসস্থান॥
জল পান করি রায় কুলেতে আইল।
বকুল তলায় রায় বসিয়া রহিল॥

হেনকালে মালিনী আইল তথাকারে।
কলসী কক্ষেতে করি জল আনিবারে ॥
রাজার নন্দনে দেখি কদম্বের মূলে।
কলসী কক্ষেতে বুড়ী এল তার স্থলে ॥
শুক্ল কেশ মালিনীর গেছে দিনকাল।
বৃদ্ধকালে বুড়ী তবু করে ঠাকুরাল ॥
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি এলে কোথাকারে।
কিসের কারণে এলে এই সরোবরে ॥
অনুমান করি হবে রাজার নন্দন।
কিবা নাম ধর তুমি কোথা নিকেতন ॥
কমল কহিছে আমি রাজার নন্দন।
জয়ন্তি নগরেতে আমার নিকেতন ॥
জয়ৎসেন নামে রাজা আছিল তথায়।
কমল আমার নাম, তাঁহার তনয় ॥
সাজিয়া আইনু আমি লয়ে সৈন্যগণ।
দূর বনে গিয়াছিলাম মৃগয়া কারণ ॥
রাক্ষসের সনে যুদ্ধ বনেতে হইল।
রাক্ষসের বজ্রাঘাতে শরীর ভেদিল ॥

মুচ্ছিত হইয়া পড়ি অশ্বের উপরে।
অশ্ব আনিয়াছে মোরে এইত নগরে॥
কাহার রাজত্ব এই রাজা বা কেমন।
পুত্র কন্যা ভূপতির আছে কয় জন॥
কে পাটরাণী রাজার কেবা সোহাগিনী।
দয়া করে কহ দেখি তব মুখে শুনি॥
রাজপুরে থাক তুমি মালঞ্চ নিবাসী।
মাতৃ সম্বোধন তুল্য হলে তুমি মাসী॥
কুমারের বাক্যে তারা হৈল আনন্দিত।
সুমধুর স্বরে রামা কহিছে ত্বরিত॥
তব বাক্যে মহানন্দ হইল অধরে।
আমারে বলিলে মাসী যদি দয়া করে॥
মম গৃহে বঞ্চ বাপু আজিকার রাত।
এখানে দেখিলে প্রাণ বধিবে ভূপাত॥
পুরুষ আসিতে নারে এই সরোবরে।
তুমি হেথা এলে বাছা কেমন প্রকারে॥
এই পুরী মধ্যে বাছা রাজবালা আছে।
কেহ না আসিতে নারে এই পুরী মাঝে॥

পশ্চাৎ সে সব কথা কহিব তোমারে।
আমার গৃহেতে চল নারীরূপ ধরে।।
নারী বই পুরুষ আসিতে নারে হেথা।
পুরুষ দেখিলে রায় কাটে তার মাথা।।
নারীবেশে গেল রায় মালিনীর সনে।
অন্তরে লুকায়ে রাখে পুষ্পের উদ্যানে।।
নারী রূপে নরপতি রহিল তথায়।
নিশিযোগে দুইজনে পরিচয় হয়।।
রায় বলে শুন মাসী জিজ্ঞাসি তোমারে।
রাজার বৃত্তান্ত মাসী কহিবে আমারে।।
মালিনী কহিছে বাপু কর অবধান।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা বাসব সমান।।
তেজে করেন রাজ্য নরপতি।
ধর্ম্মশীল দয়াবন্ত বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
কন্যা পুত্র নাহি ছিল এক পাটরাণী।
অর্দ্ধেক বয়েস রাণী বড় সোহাগিনী।।
নিত্য নিত্য চণ্ডীকায় পূজে নিরন্তর।
সদয় হইয়া দেবী দিয়াছেন বর।।

অনঙ্গমালিনী কর্ত্তৃক তারিণীর রূপ বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী।

তবে তারা কয়, শুন পরিচয়,
সে রূপ বর্ণিতে নারি।
দেখি তার বর্ণ, লাজ পেয়ে স্বর্ণ,
অনলে রহিল মরি॥
বিদ্যুৎ বরণী, দিনমণি জিনি,
হেন মনে জ্ঞান হয়।
বদন কমল, জিনি শতদল,
প্রস্ফুটিত হয়ে রয়॥
কুরঙ্গ নয়নী, সে বিধু বদনী,
আহা মরি কিবা কেশ।
অনুভব হয়, মেঘ চাপা রয়,
লাজেতে পলায় শেষ॥
জিনি তিলফুল, নাসিকা মঞ্জুল,
অপরূপ শোভা তার।

সে রূপ তুলনা, কি দিব তুলনা,
অতুলনা সেই ধনী,
সে নব যৌবনী, ত্রৈলোক্য মোহিনী,
হেরিলে মোহিত প্রাণী॥
হেরিয়া সে ঠাম, লাজ পেয়ে কাম,
ফুলধনুঃ ফেলে দিয়ে।
রতিরে লইয়ে, যায় পলাইয়ে,
মনে মহা লাজ পেয়ে॥
দেখিলে তাহায়, ভোলা নাহি যায়,
সে রূপ লাবণ্য দেখে।
কিবা সে বচন, করিলে শ্রবণ,
পান করি সুধা রেখে॥
সে রূপ বর্ণিতে, নারি কদাচিতে,
কি বর্ণিব কিবা জানি।
বসুদাস কয়, দেহ পদাশ্রয়,
দিনহীনে গো ভবানী॥

অথ মালিনীর সহিত রাজার যুক্তি ।

মালিনীর মুখেতে শুনি রূপের কথন ।
মিনতি করিয়া কহে রাজার নন্দন ॥
কহ মাসী কোথা আছে সেই রূপবতী ।
আশা পূর্ণ হয় দেখাইতে পার যদি ॥
মালিনী কহিছে বাপু করহ শ্রবণ ।
বাল্যাবধি পুজে কন্যা চণ্ডিকা চরণ ॥
সেই পুরীমধ্যে আছে ভগিনীর পুরী ।
চণ্ডীকে পূজায় কন্যা সঙ্গে সহচরী ॥
স্নান হেতু সরোবরে প্রভাতে আইসে ।
দাসীগণ চারিদিকে থেকে আশে পাশে ॥
সেই কালে দেখাইতে পারি যাদুধন ।
নারীবেশে মম সঙ্গে করহ গমন ॥
অশ্বেরে পাঠায়ে দেহ দেশে আপনার ।
সাধনাতে কার্য্য সিদ্ধি কহিলাম সার ॥
পুরুষ যদ্যপি তুমি দেখে সরোবরে ।
বাঁধিবে তোমারে রাজা বধিবে আমারে ॥

কমল কহিছে মাসী এই যুক্তি সার।
বিপদেতে মহামায়া করিবেন পার॥
এইরূপে দুই জনে নানা কথা কয়।
নিশি পোহাইল হৈল আদিত্য উদয়॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা ভাবে মনেমন।
প্রিয়ম্বদ মন্ত্রী রাজার ছিল যেই জন॥
নিজ বিবরণ রাজা লিখিল তাহারে।
পত্র লিখি বান্ধি দিল অশ্ব তাহোপরে॥
অশ্বেরে কহিল রায় দেশে যাহ তুমি।
কার্য্য সিদ্ধি না হইলে নাহি যাব আমি॥
রাজা নমস্কারি অশ্ব চালিল তখন।
মহাবেগে অশ্ববর করিল গমন॥
এখানে তারার গৃহে রহে নৃপবর।
সাজিলেক নারীরূপ দেখিতে সুন্দর॥
নারীবেশে নরপতি রহিল তথায়।
জয়ন্তী নগরে হবে উত্তরিল হয়॥
সকলেতে খেদান্বিত রাজার কারণ।
হাহাকার করি কান্দে যত সেনাগণ॥

...ক্ষসের যুদ্ধে প্রাণ হারায় ভূপতি।
...ই কথা সর্ব্বজনে করয়ে খেয়াতি॥
অন্তঃপুরে কান্দে রাণী শোকে অচেতন।
কেশ খোল ওরে বাছা নগরা কারণ॥
...শ বরে পেয়েছিনু তোমা হেন নিধি।
...দিয়ে পুত্র হরে নিল নিদারুণ বিধি॥
পতি শোক পাসরি, তোমারে দেখিয়া।
তুমি ছেড়ে গেলে বাছা বাঁচি কি লাগিয়া॥
অনলে পশিব কিম্বা ঝাপ দিব জলে।
...টিকুড়া হইলাম পূর্ব্ব কর্ম্মফলে॥
ধুলায় লুণ্ঠিত রাণী পাগলিনী প্রায়।
পাত্র মিত্রগণ আসি রাণীরে বুঝায়॥
না কান্দহ রাণী স্থির কর মন।
দূত পাঠাইনু মোরা জানিতে কারণ॥
অস্ত্র শিক্ষা জানে রাজা যুদ্ধে বৃহস্পতি।
রাক্ষসের যুদ্ধে রাজা পাবে অব্যাহতি॥
হেনকালে উপনীত হইলেক হয়।
দেখিয়া সবার হৈল বিস্ময় হৃদয়॥

অশ্বভালে বান্ধা আছে দেখয়ে লিখন।
যাহারে লিখিল পত্র নিল সেই জন॥
পত্রপাঠে মন্ত্রীবর স্থির করে মন।
প্রবোধিয়া সকলেরে কহিল তখন॥
পত্র লয়ে মন্ত্রীবর গেল অন্তঃপুরে।
বিশেষিয়া সব কথা কহিল রাণীরে॥
রাক্ষসের যুদ্ধে রায় পেয়েছে নিস্কৃতি।
দ্রাবিড় নগরে আসি রয়েছে ভূপতি॥
আমারে লিখিল রাজা সব বিবরণ।
এই দেখ ভূপতির হস্তের লিখন॥
হেথায় আসিবে রাজা কিছুদিন পরে।
ব্যক্ত না করিহ কথা না বলিহ কারে॥
কহিলেক মন্ত্রী যদি সব বিবরণ।
শুনিয়া প্রফুল্ল রাণী হইল তখন॥
আর যত পুরবাসী শান্তনা হইল।
মহারাণী সান্ত্য হৈয়া উঠিয়া বসিল॥
বসুদাস ভাবি চণ্ডী চামুণ্ডা রূপিণী।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী॥

অথ কমলের কৃত মালাতে তারিণীর
চণ্ডীকা পূজা।

হেথায় তারার গৃহে রক্ষে নরপতি।
বন ঋী বলিয়া তায় কারণ খেয়াতি॥
নিত্য তারিণীরে মালা মালিনী যোগায়।
এক দিন মালিনীরে কহিতেছে রায়॥
আজি মাগী মালা আমি গাঁথিব যতনে।
এ মালা পাইলে কন্যা হর্ষ হবে মনে॥
এত বলি পুষ্প রায় তুলিয়া আনিল।
বিনা সুতে হার এক যতনে গাঁথিল।
কি দিব হারের তুল্য মনোহর শোভা।
হেরিলে মোহিত মন মুনি মনোলোভা॥
মালিনীর হস্তে মালা দিলেক রাজন।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল মালিনীর মন॥
পুষ্পডালা সাজাইয়া মালা লৈয়া তায়।
তারিণীর বাটি তারা ফুল দিতে যায়॥
সখী সঙ্গে আছে রামা আপন আগারে।
ধিরে২ গেল তারা পুষ্পডালা করে॥

মালিনী দেখিয়া কহে রাজার নন্দিনী।
আজি কেন বেলা আই কহ দেখি শুনি॥
হয়েছে সময় মোর দেবীর পূজনে।
পুষ্প না আইল কেন ভাবিতেছি মনে॥
মালিনী কহিছে শুন রাজার নন্দিনী।
পুষ্প তুলি করিলাম চিকণ গাঁথনি॥
মনোনীতে মালা গাঁথি দিবস রজনী।
এই মালা লহ মর পূজ কাত্যায়নী॥
তারিণীর হস্তে মালা দিলেক মালিনী।
মালা দেখি সবিস্ময় রাজার নন্দিনী॥
কহ আই এই মালা কেবা গাঁথিয়াছে।
সত্যকরি তুমি আই বল মোর কাছে॥
তোমার গাঁথনি মালা নহে কদাচন।
মালা দেখি প্রফুল্লিত হৈল মম মন॥
মালিনী কহিছে শুন বলি পরিচয়।
বনঝী আমার এক এসেছে আলয়॥
সেই মালা গাঁথিলেক করিয়া যতন।
আনিলাম মালা আমি তোমার কারণ॥

তারিণী কহিছে আই জিজ্ঞাসি তোমারে।
কোথা তার নিকেতন থাকে কোথাকারে॥
মালিনী চতুর বড় জানে চতুরালি।
শুনগো মালিনী তার পরিচয় বলি॥
জয়ন্তী নগরে রাজা জয়ৎসেন নাম।
তাঁর পুত্র কমল জানেতে গুণধাম॥
তাঁর গৃহে নিয়োজিত ছিল দাসীপণে।
বিরাগী হইয়া নাহা এসেছে এখানে॥
বাল্যকালে নিরবধি করেছি পালন।
দেখিতে এসেছে মোরে তাহার কারণ॥
বিভা নাহি করে কন্যা মনে কি ভেবেছে।
যৌবন কমল এবে প্রকাশ হয়েছে॥
তারিণী কহিছে আই বলিগো তোমারে।
একবার দেখাইতে পার যদি তারে॥
স্বভাবে বুঝি দাস্যকর্ম্ম ভাল জানে।
দাসী করি রাখি তারে মম নিকেতনে॥
দাসী করি তারে রাখিব যতনে।
দেখি বড় মম প্রীত হৈল মনে॥

কল্য তারে আন হেথা করিব দর্শন।
এত বলি মালিনীরে পাঠায় তখন॥
রাজার নন্দিনী তবে সেই মালা লয়ে।
চণ্ডীকা পূজিতে যায় আনন্দিতা হয়ে॥
জবা জাহ্নবীর জল নানা উপচারে।
বেদ বিধিমতে রামা পূজে চণ্ডীকারে॥
চন্দনে মাখয়ে মালা সহ গঙ্গাজলে;
কমলের গাঁথা মালা দিল পদতলে॥
পূজা সাঙ্গ করি রামা করয়ে স্তবন।
দয়াময়ী কর দাসীর দুঃখ নিবারণ॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা বেদে বলে শুনি।
বরদাত্রী বরং দেহী আমি অভাগিনী॥
পিতা মাতা ছাড়ি শীবে আছি মা হেথায়॥
সর্ব্ব সুখ ছাড়ি নিলাম চরণ আশ্রয়॥
ব্রহ্মময়ী ঘুচাও মা মনের বেদন।
মনোমত দেহ পতি সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
হেনমতে রাজবালা বহু স্তুতি করে।
পূজা সাঙ্গ করি গেল আপন মন্দিরে॥

জ গৃহে শ্রান্ত হয়ে বসিল তখন।
চরিগণ করে চামর ব্যজন॥
দি দ্রব্য আনি দিল করিল ভক্ষণ।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
হেথায় কমল আছে পথ নিরখিয়া।
মালিনীরে মালা দিয়া ভাবিছে বসিয়া॥
উন্মত্ত হইয়া রায় ভাবিতেছে বসে।
হেনকালে মালিনী আইল হেসে২॥
নিকটেতে গিয়া তারা হৈল উপনীত।
মালিনীরে দেখে রায় হৈল হরষিত॥
কহ মাসী কি কহিল রাজার নন্দিনী।
মালা দেখি রাগান্বিত হৈল পাছে ধনী॥
তাই মাসী ভাবি মনে বসিয়া এখন।
সত্য করে কহ মাসী শুনি বিবরণ॥
কহ মাসী রাজকন্যা বল কি বলিল।
“কহে শুনি সুখবরের মিথ্যাও ভাল॥”
ভাব মন তারাপদ দিন গেল বয়ে।
জাননা শমন আছে শিয়রে বসিয়ে॥

অথ মালিনীর সহিত কথা ও উষা হরণ
উপাখ্যান।

মালিনী কহিছে বাপু শুন বিবরণ।
মালা দেখি ব্যাকুলিত ভারিণীর মন॥
আমারে কহিল কন্যা অশেষ প্রকারে।
কে মালা গাথিল আই দেখাও তাহারে॥
তব কৃত এই মালা নহে কদাচন।
প্রকাশিয়া কহ আই শুনি বিবরণ॥
ছলেতে সকল কথা কহিলাম তায়।
বনঝী আমার এক এসেছে আলয়॥
সেই মালা গাথিলেক করিয়া যতন।
আনিলাম মালা আমি তোমার কারণ॥
জয়ৎসেন রাজ গৃহে দাস্যপনা করে।
স্নেহেতে এসেছে হেথা ভালবাসে মোরে॥
বড় সুখি হল কন্যা দেখি তব গুণ।
রাখিবারে বাঞ্ছা করে শুন বাছাধন॥
কল্য করাইব বাপু দোঁহে দরশন।
আগু পাছু ভাবি পাছে জানয়ে রাজন॥

রূপগুণে ভুলাইবে রাজার নন্দনী।
সন্ধ্যা নাহি পড়ে, যেন দুঃখিনী মালিনী॥
যে রূপেতে অনিরুদ্ধ বাণ গৃহে ছিল।
ঊষা সহ নারীরূপে যেমনে রহিল॥
কমল কহিছে মাসী কহিবে আমারে।
ঊষা সহ অনিরুদ্ধ ছিল কি প্রকারে॥
মালিনী কহিছে বাপু শুন দিয়া মন।
বাণকন্যা ঊষাবতী রূপে সুশোভন॥
অকুমারী ছিল রামা বিভা নাহি করে।
স্বপনেতে করিল বিভা কামের কুমারে॥
প্রভাতে উঠিয়া ঊষা পাগলিনী প্রায়।
মণিহারা ফণী যেন ব্যাকুল হৃদয়॥
চিত্ররেখা নামে দাসী সুধায় ঊষারে।
সত্য কহ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অকস্মাৎ হৈলে কেন উন্মাদিনী প্রায়।
যেন কত বিরোহিণী ব্যাকুল হৃদয়॥
ঊষা কহে প্রিয়সখী জিজ্ঞাস কি মোরে।
যে স্বপ্ন দেখিনু সখী প্রাণ নিল কেড়ে॥

স্বপনে দেখিনু এক পুরুষ রতন।
অনমিয়া হেন রূপ না দেখি কখন ॥
বরমালা দিলাম আমি তাহার গলায়।
উভয়েতে মালা বদল করি দুজনায় ॥
বুকে২ মুখে২ করিনু রমণ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে মন ॥
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর পাইনু সম্বিত।
নাহি দেখি প্রাণপতি খুজি চারিভিত ॥
নাথের বিরহে মম জীবন না রয়।
কি দেখিলাম কি হৈল গেল সে কোথায়।
কি করিব বল সখী তারে কোথা পাব।
প্রাণনাথ বিনে আমি জীবন ত্যজিব ॥
অনলে পশিব কিম্বা পশিব জীবনে।
জীবন ত্যজিব আমি প্রাণনাথ বিনে ॥
একবার দেখাইতে পার যদি তায়।
নিরবধি কেনা হয়ে রব তব পায় ॥
চিত্ররেখা বলে কি বলিলে ঠাকুরাণী।
কিবা রূপ কিবা গুণ তাহারে না চিনি ॥

লন করাব তোমায় কেমন প্রকারে।
বালকের মত কহ চন্দ্র দেহ ধরে ॥ „
স্থির হও ঠাকুরাণী করিব উপায়।
“ কহে শুনি স্থির পাণী শীলা তাহে সয় ম „
সাধনাতে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
উতলা হইলে কোন কর্ম্ম নাহি হয় ॥
ঊষা কহে চিত্ররেখা সব সত্য বটে।
বিচ্ছেদেতে দগ্ধ প্রাণ বুদ্ধি নাই ঘটে।
তোমা বিনে কেবা মোর আছয়ে সংসারে।
যেরূপেতে হয় সখী কর শীঘ্র করে ॥
চিত্রে কহে ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
উপায় আছয়ে এক করহ শ্রবণ ॥
বাল্যকালে এ বিদ্যা শিখেছি ঠাকুরাণী।
আকৃতি প্রকৃতি আমি লিখিবারে জানি ॥
পটে চিত্র করি আমি দেখহ আপনি।
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি হয় ঋষি মুনি ॥
এহার মধ্যেতে যদি হয় কোন জন।
দেখিলে আকৃতি তুমি চিনিবে এখন ॥

মিলন করাব তারে করিয়া উপায়।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যদি হয়॥
এত বলি তুলিকাঠি হস্তেতে লইল।
মানসেতে গুরুপদে প্রণাম করিল॥
একেং লিখে চিত্রে সব দেবগণ।
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন ভুবন॥
প্রথমেতে লিখে চিত্রা রাম অবতার।
ভরত্ শত্রুঘন লিখে লব কুশ আর॥
রাবণ রাজার পুরী লিখে একেং।
পটেতে লিখয়ে চিত্রা উষা তাহা দেখে॥
হেনমতে লিখে চিত্রে নানা অবতার।
উষা হরণেতে সব আছয়ে বিস্তার॥
অবশেষে কৃষ্ণলীলা লিখে চিত্রাবতী।
যদুবংশ কুরুকুল পাণ্ডব প্রভৃতি॥
অনন্তরে লিখে চিত্রা প্রদ্যুম্ন নন্দনে।
নব জলধর রূপ হেন লয় মনে॥
কৃষ্ণবংশ লিখে চিত্রা উষা হস্তে দিল।
ক্রমেং উষাবতী সকলি দেখিল॥

াষে অনিরুদ্ধে দেখিল নয়নে ।
টি উষাবতী চাহে তার পানে ॥
তে প্রকৃতি সেই স্বপ্নে যা দেখিল ।
ই বটে পতি মোর নিশ্চয় জানিল ॥
চর রে শুধায় উষা করিয়া বিনয় ।
হ সখী এই কেবা কাহার তনয় ॥
বাহ করেছি সখী স্বপনেতে ইহাকে ।
মলন করিয়া সখী বাঁচাও আমাকে ॥
ন প্রাণ গেছে মোর ইহার সঙ্গেতে ।
হ দোষ বুঝি এরে আনিবে কি মতে ॥
রেখা বলে ধৈর্য্য হও ঠাকুরাণী ।
গ করিয়া এরে মিলাইব আনি ॥
কষ্টে আন চিত্রে মিলাইল তায় ।
া হরিবংশেতে তাহা প্রকাশ আছয় ॥
বেশে অনিরুদ্ধ উষা সহ ছিল ।
মতে দুই জনে বিহার করিল ॥
মতে কিছুদিন গত হয়ে যায় ।
শ পাইল তবে বাণ মহাশয় ॥

ক্রোধান্বিত হয়ে রাজা করিল ভৎর্সন।
অবশেষে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন॥
কান্দিতে লাগিল তবে কামের নন্দন।
রক্ষা কর পিতামহ প্রভু নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া করে বন্ধন মোচন।
অনিরুদ্ধে উষা দিয়া করিল মিলন॥
শুন বাপু এ কর্ম্মের এই সুখোদয়।
অগ্রে সুখ পাছে দুঃখ নানামত হয়॥
প্রথম মিলনে যেন চন্দ্র পায় করে।
নানা সুখ দুইজনে ভুঞ্জে নিরন্তরে॥
নূতনে উন্মত্ত মন সর্ব্বক্ষণ রয়।
পুরাতন হলে বাপু ভত নাহি হয়॥
অবশেষে হয়ে পড়ে লোকে জানাজানি।
কহিলাম সার কথা শুন যাদুমণি॥
আপনি সুবুদ্ধি বট রাজার নন্দন।
এহাতে কর্ত্তব্য বাপু যেবা হয় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়ে কালী কলুষ নাশিনী।
বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী॥

অথ কমলের উক্তি ও তারিণীর মধ্য দর্শন।

ত্রিপদী।

মালিনীর কথা শুনি, মৃদু স্বরে কহে বাণী,
শুন নারী বলি গো তোমারে।
রাজপুত্রী যোগাসনে, রহিলাম তবাশ্রয়ে,
তারিণী মিলায়ে দিবে মোরে॥
এক্ষণে নিষ্ঠুর কহ, নাহি তব মায়ামোহ,
দয়া নাই তোমার শরীরে।
কি কৌশলে নারীবেশে, রাখিয়াছ তব বাসে,
আশাতে নৈরাশ কর মোরে॥
তারে যদি না মিলাবে, যদি তারে না দেখাবে,
তবে জান আমার মরণ।
অনলেতে প্রবেশিব, জীবনেতে ঝাঁপ দিব,
বিচ্ছেদেতে ত্যজিব জীবন॥
মালিনী কহিছে বাছা, চিন্তা এত কর মিছা,
এক্ষণে মিলাইয়া দিব তায়।
আগু পাছু ভাবি মনে, জানে যদি মন্ত্রসেনে,
তবে রাজা বধিবে তোমায়॥

কমল কহিছে মাসী, আমি তাহে আছি খুসি,
বধে রাজা বধিবে আমারে।
" সীতা জন্য দশানন, দিয়াছিল দশানন,
শ্রীরামের শরে অকাতরে॥ "
এত বলি নররায়, ধরে মালিনীর পায়,
দাসে মাসী কর গো করুণা।
আরেক মিলায়ে দেহ, মৃত দেহে প্রাণ দেহ,
চারিযুগে রহিবে ঘোষণা।
নিরবধি কেনা হয়ে রহিলাম তব পায়ে,
বিনামূলে কিনিলে আমারে।
শোধিতে নারিব ধার, চারিযুগে তব ধার,
সত্য আমি কহিনু তোমারে॥
কমলের কথা শুনে, মালিনী প্রফুল্ল মনে,
কমলের বদন চুম্বিল।
ভাবনা কি আছে তার, আমি মাসী আছি যার,
কেন বাছা হও রে চঞ্চল॥
"গগণে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কুলবতী মিলাইতে পারি।"

স্থির হও বাছাধন, দোঁহে করাব মিলন,
ভবিষ্যৎ যা করেন হরি ॥
মালিনীর কথা শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হলো যেন পায় শশধরে ।
কতক্ষণে নিশি যাবে, কমল মনেতে ভাবে,
কল্য পাব দেখিতে তাহারে ॥
এ চিন্তায় নরপতি, চিন্তায় চিন্তিত মতি,
অনন্তরে করহ শ্রবণ ।
হেথায় হারিণী ধনী, লইয়া নিজ সঙ্গিনী,
নিদ্রাগারে করেছে শয়ন ॥
অচেতনে নিদ্রা যায়, মহামায়া স্বপ্নে কয়,
শুন বাছা বলি গো তোমারে ;
পতি হেতু আরাধনা, কর দেবী ত্রিনয়না,
তব পতি এসেছে নগরে ॥
মালিনীর বাসে আছে, নারীবেশ ধরিয়াছে,
কল্য তুমি দোঁহে দরশন ।
জয়সেন রাজসুত, রূপে গুণে গুণযুত,
তুমি তারে করিহ বরণ ॥

এত বলি মহামায়া, তারিণীরে জাগাইয়া,
তথা হৈতে হৈল অন্তর্ধান।
চেতন পাইয়া ধনী, যেন মণিহারা ফণী,
শয্যাপরে বসিল তখন॥
বোবার স্বপন প্রায়, তারিণী ব্যাকুল কায়,
কারে কিছু না কহে বচন।
কমল তারিণী লীলা, বন্ধুদাস বিরচিলা,
হৃদে ভাবি চণ্ডীকা চরণ॥

অথ কমল তারিণীর দর্শন।

ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর বসিল তারিণী।
স্বপ্ন দেখি উৎকণ্ঠিতা মনে২ ধনী॥
কেমনে পোহাব নিশি পাব গুণমণি।
এই চিন্তা মনে মনে করিছে তারিণী॥
ভাবিতে২ শশী অস্তানেতে যায়।
নিশি পোহাইল হৈল আদিত্য উদয়॥
ব্যাকুলিনী হয়ে ধনী মুখে দিল পানী।
মনে ভাবে কতক্ষণে আসিবে মালিনী॥

কমল পশ্চাতে চলে অগ্রেতে মালিনী।
রূপ দেখি মলিন হইল দিনমণি॥
বাটির মধ্যেতে তবে গেল দুইজন।
দেবীর বাটির মধ্যে ছিল নরজন॥
চণ্ডীকায় প্রণমিয়া বসিল তথায়।
মালিনী বাটির মধ্যে একাকিনী যায়॥
কমলে কহিছে বাপু বৈসহ মন্দিরে।
কি বলেন নৃপসুতা আসিবো সত্বরে।
এতবলি গেল তারা ভামিনী সদনে।
বসিয়াছে রাজবালা বিষাদিত মনে॥
মালিনীরে দেখি ধনী হরষিত মন।
এসহ আই বলে বসায় তখন॥
তোমার বনবী কোথা আন গো হেথায়।
কথা কহি গেলে কেন না আনিলে তায়॥
সে ভাবনা করিতেছি বসিয়ে এখন।
দাসী পাঠাতাম আমি জানিতে কারণ॥
আপনি আইলে আই কোথা রেখে তারে।
সত্যকরে কহ আই মোর দিব্য তোরে॥

রাক্ষিনী কহিছে তবে মধুর বচনে।
মনদুঃখ কহ বাছা তারিণী সদনে॥
রাজার নন্দন তবে মৃদুভাবে কয়।
জিজ্ঞাসিলে অবশ্য যে দিব পরিচয়॥
যদ্যপি উচিত মাসী জিজ্ঞাসা তোমারে।
সাধ্য থেকে আছি আমি জিজ্ঞাসিবে মোরে॥
ঘৃণা করি মোরে বুঝি না কহিলে বাণী।
দয়া নাহি হৈল বুঝি দেখি কাঙ্গালিনী॥
রাজবালা নাম শুনে আইলাম আশে।
দাস্যপনা করিব থাকিব তব পাশে॥
মমাদৃষ্টক্রমে বুঝি দয়া না হইল।
কি করিবে তুমি মাসী বাসনা বিফল॥
এ হেন বয়েসে মোরে বিধাতা বিমুখ।
কারে বা জানাব মাসী মম মনদুঃখ॥
সর্ব্বত্যাগী হয়ে আইনু ইহার আগে।
পোড়া কপালেতে মাসী যোড়া নাহি লাগে॥
কারে কব এ যাতনা কে পারে ঘুচাতে।
অধৈর্য্য হয়েছে প্রাণ না পারি সহিতে॥

হৃদয়ে ভাবিয়া কালী কলুষ নাশিনী ।
হরিচন্দ্র নবকান্ত কমল ভাস্করী ।।

—✶—

অথ কমলের পরিচয় ।

ত্রিপদী ।

সাধের কথা শুনি, মনে মনে অনুমানি,
মালিনীরে কহিছে ভামিনী ।
কহ কাই বল শুনি, কাহার নন্দিনী ধনী,
কিবা নাম বল দেখি শুনি ।।
এই সাধক যে হয়, তার মুখে পরিচয়,
কহে লোকে নাকি জানে যারে ।
তারে কেন এত রোষ, কি দেখিলে মম দোষ,
ক্রোধ কেন করেন অন্তরে ।।
যদাপি থাকেন হেথা, ঘুচাইব মনব্যথা,
মনদুঃখ যাবে দুজনার ।
পাইলে আমি উহায়, মনদুঃখ দূরে যায়,
প্রিয়সখী হইবে আমার ।।

মম দুঃখ জানাইব, দুঃখে দুঃখ মিশাইব,
দুঃখে সুখ এতে হতে পারে।
দয়া হলে চণ্ডীকায়, দুঃখ যাবে দুজনার,
তিনি বই দুঃখে কে উদ্ধারে।।
অন্যান্যে থাকা সুখ, তারে হয় দুঃখে সুখ,
মনবাদী হলে দুইজনে।
বিনা দুঃখে সুখোদয়, কদাচিত নাহি হয়,
কভু আই শুনেছ শ্রবণে।।
লিখিয়াছে চতুর্মুখ, অগ্রে দুঃখ পিছে সুখ,
এইরূপ চারিযুগ আছে।
প্রসন্নতা হয়ে মোরে, পরিচয় দিলে পরে,
মনব্যথা যাবে আই ঘুচে।।
মনে যদি থাকে দুঃখ, কে খণ্ডিতে পারে দুঃখ,
না বলিলে কে জানিতে পারে।
প্রকাশ করিলে পরে, সুজনে জানিতে পারে,
চেষ্টা পায় ভাল করিবারে।।
তারিণীর কথা শুনে, ই~~ ~~
ধিরেং কমল কহিছে।

আমারে হয়ে সদয়, চাহিলেন পরিচয়,
অবশ্য জানাব তব কাছে ॥
কমল চাতুরি করে, কহিতেছে তারিণীরে,
শুন কহি মম পরিচয়।
আমি অভাগিনী, পিতা কভু নাহি জানি,
মাতা মোর পালন করয় ॥
মায়ের প্রতিপালনে, বড় প্রীত পাই মনে,
প্রস্ফুটিত হইল যৌবন।
বিবাহ দিবার তরে, মাতা বহু চেষ্টা করে,
মায়েরে করিলাম নিবারণ ॥
একদিন নিজ ঘরে, নিদ্রা যাই অকাতরে,
কহি শুন দৈবের ঘটনে।
নাগরে স্বপনে হেরি, আসি মোরে বিভা করি,
মালা বদল করি দুই জনে ॥
তদন্তরে দুইজনে, মাতিয়া অনঙ্গবাণে,
দুই জনে করিনু রমণ।
সুখের বুকে বুকে, নিদ্রাবশে নানাসুখে,
বিহার করিনু দুইজন ॥

শাপ মিত্রা ভাঙ্গি গেল, নাগর কোথায় গে
সেই রূপ নাহি দেখি আর।
পাগলিনী প্রায় হেন, প্রভাতে হইলাম গো
কিসে দেখা পাই বল তার॥
সে রূপ কোথায় পাব, বল কেমনে রব
বিচ্ছেদেতে বাঁচে কিসে প্রাণ।
"যে রূপ দেখিনু আহা, তার কি দেখিব তা
কিসে দুঃখে পাই পরিত্রাণ॥"
মণি হারা ফণী হয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দি
তার জন্য ফিরি স্থানে স্থানে।
ভ্রমিলাম নানা ঠাঁই, ত্রোয়, সব দেখি না
সে রূপ না হেরি গো নয়নে॥
তদন্তরে এই দেশে, আইলাম অবশেষে
মাসী সঙ্গে হৈল দরশন।
বাটীতে লইয়া মোরে, রাখিলেন যত্ন করে
সব দুঃখ হৈল পাসরণ॥
তার পর তব সনে, মাসী মিলাইল এবে
এবে দুঃখ গেল মনে প্রাণ।

তারিণী কহিছে অগ্রে আগা যদি যাবে ।
শিরে হাত দিয়া কহ কন্যাকে আনিবে ॥
তারা বলে কহ কেন নিষ্ঠুর বচন ।
নিশ্চয় তোমায় ছাড়া নহি মোরা কখন ॥
প্রভাতে আসিব আমি বলে কমলা
প্রিয়সখী সহ আজ রহ রাজবালা ॥
কমল কহিছে যদি তুমি যাবে ।
মন প্রাণ তারিণীরে কহ কিছু ভবে ॥
সর্ব্বত্যাগী হয়ে ইন্দু এ পদে শরণ ।
অনাথিনী দেখে যে করেন পালন ।
শাক দোষে দোষী যদি হই রাজ্যপায় ।
সে দোষ মার্জ্জনা যেন করেন আমায় ॥
এই অঙ্গীকার আগে করান তারিণী ।
কমলের বাক্য শুনি কহিছে মালিনী ॥
করযোড় করি কহে করিয়া বিনয় ।
আমার বনশ্রীকে এই দেহত অভয় ॥
তুষ্ট হয়ে রাজবালা তারা প্রতি কয় ।
তব বনশ্রীর আর নাহি কিছু ভয় ॥

বিভা হেতু পিতা মোর চাহেন অম্বর।
পাত্র অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তর॥
বিভা না করিব আমি কহিনু পিতারে।
যাবৎ চণ্ডীকা বর না দেন আমারে॥
না করিলাম বিভা আমি যৌবন গত।
দারুণ মদন বাণে দহে অবিরত॥
ধৈর্য্য নাহি হয় মন বুঝাব কেমনে।
যে দুঃখে রেখেছে চণ্ডী কহিব কাহারে॥
তব মনদুঃখ ধনী কহিলে সকল।
তোমা হতে মম দুঃখ দ্বিগুণ প্রবল।
অনাথিনী বিবাগিনী একস্থানে রই।
সমান হয়েছি দোঁহে পাতাইব সই॥
দুই জনে একত্রেতে কাটাইব দিন।
কুদিন ঘুচিবে চণ্ডী দিবেন সুদিন॥
দুই জনে সই পাতায় ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
তারিণী কহিছে তবে করিয়া চাতুরী॥
ক্ষণেক বৈসহ সই আসিব ত্বরায়।
দাসীগণ সঙ্গে লয়ে নিজাগারে যায়॥

ে সখী বসিলেক তারিণীর ঘরে ;
কে বসিয়া রহে ঘরের বাহিরে ।।
রঙ্গিণী কহিছে সখী তোমা সবে কই ।
বৈরবেশে আসিয়াছে মম পতি ঐ ।।
নগরে জয়ন্তদেবের নন্দন ।
ছিল গিয়াছিল মৃগয়া কারণ ।।
তে হইল যুদ্ধ রাক্ষসের সনে ।
পু পলাইল রাক্ষসের রণে ।।
নরপতি করিতেছে রণ ।
ের মুষ্ট্যাঘাতে হৈল অচেতন ।।
চেতন হয়ে পড়ে ঘোটক উপরে ।
আনিয়াছে উহার এইত নগরে ।।
ণীর বাসে ছিল নারী বেশ ধরে ।
কী বলিয়া তারা তাড়াইল মোরে ।।
নিশিযোগে দেবী হইল সদয় ।
স্বপ্নে মাতা কহিল আমায় ।
করিতে দেবী দিল অনুমতি ।
দেখি হৈল মোর ব্যাকুলিত মতি ।।

প্রবঞ্চনা করে মোরে দিল পরিচয়।
গন্ধর্ব বিবাহ জন্য করিব উহায় ॥
মায়া ভঙ্গ কর তোরা এই যুক্তি করি।
তবে জানি তোমরা আমার সহচরী ॥
খাদ্য দ্রব্য সহ আর বস্ত্র আভরণ।
ভোজন করাও উহায় করিয়ো যতন ॥
ভোজনান্তে পরাইবে বস্ত্র আভরণ।
ভাঙ্গিবে উহার মায়া শুন সখিগণ ॥
সঙ্কেত করিয়া ধনী সখিগণে দিল।
একেশ্বর নিজাগারে আপনি রহিল ॥
শয্যাপরে বৈসে ধনী আনন্দিতা হয়ে।
সখীগণ চলে তবে খাদ্য দ্রব্য লয়ে ॥
কোন সখী লইলেক বস্ত্র আভরণ।
কুমকুম কস্তুরী নিল সুগন্ধি চন্দন ॥
যেখানে কমল আছে বসে একেশ্বর।
সখীগণ উপনীত তাহার গোচর ॥
হাসি হাসি দাসীগণ কমলেরে কয়।
শুন কহি বিবাগিনী বলি যে তোমায় ॥

পর সই দিল এই বস্ত্র অভরণ।
মিষ্টান্ন সামগ্রী দিল করিতে ভোজন॥
ভোজন করিয়া পর বসন ভূষণ।
আমাদের সঙ্গে চল তারিণী সদন॥
যাঁর মায়ায় ভুলে এ তিন ভুবন।
পাশি ভুলিয়াছিলা প্রভু নারায়ণ॥
হয়াছিলেন ভব মোহিনী দেখিয়া।
পাছেতেতে ধায় শিব জ্ঞান হারাইয়া॥
তাঁহার মায়াতে অর্জ্জুন ভুলেছিল।
সুভদ্রা পার্থেরে দিয়া মিলন করিল॥
তাঁর বাক্যেতে ভুলে রাজার নন্দন।
যে দ্রব্য দিল যাহা করিল ভোজন॥
আর সখী লইলেক বস্ত্র অভরণ।
হাতে পরায় কেহ বলয়া কঙ্কণ॥
কপালে চন্দন কেহ মাখাইয়া দিল।
কেহবা চাতুরী করে কেশ এলাইল॥
আন সখী খুলিলেক কক্ষের বসন।
দেখিয়া কাষ্ঠের স্তন পড়িল তখন॥

কবরী এলাতে কেশ খসিয়া পড়িল।
সখীগণ কমলের মায়া ভঙ্গ কৈল॥
ঘূর্ণীত করিয়া আঁখি সখীগণ কয়।
কেবা তুমি মায়া করে আইলে হেথায়॥
ইহার উচিত সাজা পাইবে এখন।
বধিবেক প্রাণ তব শুনিলে রাজন॥
অগ্রে চল লয়ে যাই নৃপসুতা কাছে।
পশ্চাতে দিবত সাজা যাহা মনে আছে॥
এত বলি সখীগণ কমলেরে ধরে।
কোতয়াল আসি যেন ধরিল তস্করে॥
কমল হয়েছে চোর মুখে নাহি বাণী।
বলে এইবারে রক্ষা করগো শিবাণী॥
চারিদিগে ঘেরে লয়ে চলে সখীগণ।
চোরেরে লইয়া চলে তারিণী মদন॥
নাগরের মুখ দেখি ধনী মনে হাসে।
আস্তেব্যস্তে উঠি রামা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
এই কোন জন সখী আনিলি হেথায়।
পুরুষ হেথায় আন কাহার আজ্ঞায়॥

কে আনিতে তোরা গেলি যে এখন।
থ এখানে আন কিসের কারণ॥
তে পিতারে কহি তোদেরে বধিব।
রে এরে শাস্তি বিধিমতে দিব॥
গণ যোড়হাতে তারিণীরে কয়।
হও ঠাকুরাণী শুন পরিচয়॥
কারী পর ভাবি বহুরাগ কয়।
উপরে ক্রোধ উপযুক্ত নয়॥

অথ কমল তারিণীর গন্ধর্ব্ব বিবাহে
মালিনীর সাজা।

যোড়হাতে সখীগণ কহিছে তখন।
দের প্রতি ক্রোধ কর অকারণ॥
হতে যাহার সনে পাতাইলে সই।
জন ঠাকুরাণী আনিয়াছি এই॥
করে আসিয়াছে বাটির ভিতরে।
নী সহিত এই বৃক্ষ …

মালিনীরে আন আগে করিয়া যতন।
সবিশেষ পরিচয় পাইবে এখন॥
বিধিমতে সাজা মোরা দিব দুইজনে।
তদন্তরে লয়ে যাব রাজার সদনে॥
সঙ্গিনীর কথা শুনি তারিণী বিস্ময়।
ক্রোধযুক্ত রাজবালা কমলেরে কয়॥
কহ চোর তোমার কোথায় নিকেতন।
কিবা জাতি হও তুমি কাহার নন্দন॥
দুই সখী প্রতি তবে কহিছে তারিণী।
অগ্রেতে ডাকিয়া আন পাপিষ্ঠ মালিনী॥
হারামজাদী ভয় না করিল মনেতে।
পুরুষ আনিল হেথা কোন সাহসেতে॥
ইহার উচিত সাজা পাইবে এখন।
না কহিবে মালিনীরে সব বিবরণ॥
প্রকার করিয়া ডাকি আনহ তাহায়।
জিজ্ঞাসিয়া এহার লইব পরিচয়॥
তারিণীর আজ্ঞা পেয়ে সখী দুইজন।
মালিনীরে আনিবারে করিল গমন॥

রাজবালা আজ্ঞা দিল সঙ্গিনীগণেরে।
এ চোরেরে বন্দি করে রাখ কারাগারে ॥
মালিনী আইলে ইহা করিব বিচার।
পশ্চাতে করিব আমি এর প্রতিকার ॥
শুনি সব সখীগণ কমলেরে ধরে।
বন্দি করি রাখিয়েছে ঘরের ভিতরে ॥
দ্বারেতে কপাট দিয়া দ্বার বন্ধ কৈল।
একজন সখী তথা প্রহরী রহিল ॥
কমল কহিছে এখন কি করি উপায়।
কি করিব কি হইবে চিন্তে মরমায় ॥
এখানেতে রাজবালা সখীগণে সঙ্গে।
মন্ত্রণা করিছে সবে বিরলে বসিয়ে ॥
কিরূপে ইহারে নিস্তা করি সখীগণ।
মালিনী জানিলে দায় হইবে এখন ॥
এক যুক্তি আছে শুন হতেক সঙ্গিনী।
প্রকার করিয়া হেথা আনহ মালিনী ॥
কটুবাক্যে আমি তারে করিব ভৎসন।
তাহারে ধরিয়া তোরা করিবি বন্ধন ॥

দুইজনে একত্রেতে বন্ধন করিয়া।
পিতার নিকট তোরা যাইবি লইয়া॥
বাহির বাটিতে গিয়ে কহিবে গোপনে।
মালিনীরে বুঝাইবি প্রবোধ বচনে॥
শুন কহি মালিনী লো বলি যে তোমারে।
রাজারাণীর অনুমতি বধিতে তোমারে॥
চিরদিন তব সনে আছয়ে পিরিতি।
তোমারে করিতে বধ না যুয়ায় মতি॥
এ দেশ ছাড়িয়া যদি যাহ দেশান্তরে।
তবে না লইয়া যাই রাজার গোচরে॥
কভু যদি রাজবালা এই কথা শুনে।
প্রাণ হারাইব মোরা যত সখীগণে॥
হেনমতে বুঝাইয়া অশেষ প্রকারে।
মালিনীরে ছাড়ি দিবে বাটির বাহিরে॥
অবশেষে নাগরেরে বাটিতে আনিবে।
গোপনে গন্ধর্ব বিভা দুইজনে হবে॥
মালিনী জানিলে ইহা হইবে প্রচার।
পিতা মাতার হইবেক কলঙ্ক অপার॥

...ধরেরে পূর্ব্বমত নারীবেশে রেখে।
...হার করিব দোঁহে মনের কৌতুকে॥
... কর্ম্ম করিলে তবে থাকি কিছুদিন।
...েৎ প্রকাশ হতে দুই চারি দিন॥
...গণ বলে ভাল যুক্তি ঠাকুরাণী।
...কাশ হইবে ইহা জানিলে মালিনী॥
... যুক্তি বলি সখীগণে দিল সায়।
...ই দাসী উত্তরিল মালিনী যথায়॥
...িতে লাগিল তবে শুন গো মালিনী।
...মারে ডাকিছে মোদের রাজনন্দিনী॥
...মারো লয়ে তুমি চল মম সনে।
... প্রফুল্লিত তারা চলে ততক্ষণে॥
...রতে তিনজনে করিল গমন।
...নীত হৈল গিয়া তারিণী সদন॥
...থায় নন্দিনী তবে মালিনীরে হেরে।
...াপভরে বিধুমুখী গালাগালি পাড়ে॥
...নামজাদী তোর বুকে ভয় না হৈল।
... কর্ম্ম করিলি তার দিব প্রতিফল॥

পুরুষ বাটিতে আন কোন অহঙ্কারে।
দাসী বলিয়া তুই ভাণ্ডাইলি মোরে॥
পিতারে কহিয়া দিব সব বিবরণ।
শুনিলে এ সব কথা বধিবে জীবন॥
উহার উচিত সাজা দিবত তোমারে।
সখীগণে আজ্ঞা দিল আনহ দোঁহেরে॥
আজ্ঞামাত্র সখীগণ কমলেরে আনে।
দুইজনে দাণ্ডাইল তারিণী সদনে॥
সখীগণ দুইজনে করিল বন্ধন।
রাজবালা মালিনীরে জিজ্ঞাসে তখন॥
সত্য করে মালিনী লো কহিবে আমায়।
এই কোন জন হয় কাহার তনয়॥
সত্য কহ তোরে আমি দিলাম অভয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
মালিনী কহিছে শুন রাজার নন্দিনী।
ভাল মন্দ ঠাকুরাণী কিছুই না জানি॥
কি দিব্য করিব আর কে আছে সংসারে।
মিথ্যা যদি কহি যাব নরক ভিতরে॥

তেকারণে কহিলাম আমি গো তোমারে।
সুখেতে থাকিবে যদি রাখ কৃপা করে ॥
শুনং ঠাকুরাণী কহিনু তোমায়।
তেকারণে রেখেছিনু গৃহেতে উহায় ॥
পরিচয় শুনিয়া তারিণী ক্রোধান্বিত।
মালিনীরে গালাগালি দেয় যথোচিত ॥
সখীগণে রাজবালা দিল অনুমতি।
লয়ে যাহ দুইজনে যথা নৃপপতি ॥
কহিবে সকল কথা পিতার সদনে।
উচিত এহার দণ্ড করিবে রাজনে ॥
এত শুনি সখীগণ ধরে দুইজনে।
লইয়া চলিল তবে রাজার সদনে ॥
বাটির বাহিরে গিয়া যত সখীগণ।
মালিনীর প্রতি তবে কহিছে তখন ॥
শুনং মালিনী লো কহি যে তোমারে।
ঠাকুরাণীর অনুমতি বধিতে তোমারে ॥
চিরদিন তব সনে আছয়ে প্রণয়।
কেমনে লইয়া যাব রাজার সভায় ॥

এক যুক্তি আছে ইহা কহিব তোমারে।
এ দেশ ছাড়িয়া যদি যাহ দেশান্তরে॥
তবে তোমারে মোরা ছেড়ে দিতে পারি।
ভাগ না পায় যেন রাজার কুমারী॥
কহিবে এই কথা কাহার গোচরে।
ভাবা পাইলে ভূপ বধিবে নারে॥
সখীদের বাক্যে তারা হৈল আনন্দিত।
এই দুঃখিনীর যদি কর হিত॥
হাতে ধরি আমি বাঁচাও এবারে।
দেশ ছাড়িয়া আমি পলাই সত্বরে॥
যদি যায় তবু না করি প্রকাশ।
মালিনীরে সখীগণ দিলেক আশ্বাস॥
শুনি মালিনীরে দিলেক ছাড়িয়া।
পালায় যায় তারা পাছু না চাহিয়া॥
তারে লইয়া চলে ভারিণী সদন।
তারে সব কথা কহে সখীগণ॥
শুনে পাইয়া ধনী আনন্দিত মনে।
গন্ধর্ব বিভা হয় দুইজনে॥

উভয়েতে মালা বদল করে দুজনায়।
সহচরীগণ সবে চামর ঢুলায়॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন।
দুই জনে মাখাইল যত সখীগণ॥
কমলের বামভাগে বসিল তারিণী।
রূপ দেখি মোহ গেল যতেক সঙ্গিনী॥
হেনকালে মদন হানিল পঞ্চবাণ।
শিহরিল দুইজনে কামে হত জ্ঞান॥
জ্ঞান হারাইল রায় অনঙ্গের বাণে।
একদৃষ্টে চাহে রায় তারিণীর পানে॥
লাজ পেয়ে শশীমুখী বদন ঢাকিল।
বসন ধরিয়া রায় টানিতে লাগিল॥
দুজনার রঙ্গ দেখি যত সখীগণ।
পলাইয়া গেল সবে আপন ভবন॥
তত্‌পর কামযাগ হৈল আরম্ভন।
বসুদাস রচে ভাবি চণ্ডীকা চরণ॥

অথ কমল তারিণীর শৃঙ্গার।

ত্রিপদী।

প্রেম মত্ত রসরায়, নাহি করে লজ্জা ভয়,
নাগরীর বসন খুলিল।
লজ্জা পেয়ে চন্দ্রাননী, বলে ওহে গুণমণি,
কেনহে এমন কর বল॥
আমি হে নূতন রসী, নাহি জানি এ পিরীতি,
দেহ শিক্ষা তুমি হয়ে গুরু।
প্রথমে শিখাইতে হয়, প্রেম গুরু যেবা হয়,
সেই হয় বাঞ্ছা কল্পতরু॥
গুরুলেতে হয় জয়, পারে তত নাহি রয়,
সর্ব্ব কার্য্য আছে এইরূপ।
সর্ব্ব কার্য্যে আছে গুরু, প্রেমগুরু কল্পতরু,
তুমি গুরু ইথে হয় ভূপ॥
হাসি কহে রসরাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ,
এ বিদ্যার গুরু কেহ হয়।
কেমন মদন গুণ, হয় বিদ্যা শত গুণ,
শিক্ষাগুরু রতি মহাশয়॥

বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত, পশু পক্ষ কত শত,
সর্ব্বঘটে ভ্রময়ে মদন।
সে অনার হেন বাণ, শিবের ভাঙ্গিল ধ্যান,
কামে শিব হৈল অচেতন॥
চেতন পাইয়া ধায়, মদনে দেখিতে পায়,
কামে ভস্ম করে ত্রিপুরারি।
শিব কোপে ভস্ম হৈল, রতি আসি বাঁচাইল,
সদানন্দে বহু স্তুতি করি॥
অথাচ তাহার বাণ, অস্থির করয়ে প্রাণ,
কোথা হৈতে হয় হে উৎপত্তি।
প্রেয়সী বলি তোমায়, এ কর্ম্মেতে নাহি ভয়,
স্থির হও ধৈর্য্য ধর মতি॥
এত বলি গুণমণি, কোলে নিল প্রিয়সিনী,
বদনেতে চুম্বিল বদন।
মুখে মুখে দুই জনে, মাতিল অনঙ্গ বাণে,
খসে পড়ে দোঁহার বসন॥
সহলে সহলে হয়, প্রিয়সীর ভাঙ্গে ভয়,
বাড়ি গেল কামের তরঙ্গ।

দুই জনে সকৌতুকে, বিহারয়ে নানা সুখে,
কামবাণে শিহরয়ে অঙ্গ ॥
সুধামৃত পান করে, কাচলী করেতে ধরে,
যেন রায় মত্ত করিবর।
ক্ষণে রহে অধোমুখে, ক্ষণে মধু খায় সুখে,
প্রফুল্লিত আনন্দ অন্তর ॥
ক্রমে ক্রম বসাইল, রসবতী শিহরিল,
আবেশেতে রসিলেক অঙ্গ।
তিলার্দ্ধ নাহি বিশ্রাম, উথলিয়া উঠে কাম,
পুনঃ২ শিহরয়ে অঙ্গ ॥
ঘনে কোমর দোলে, নাগরী নাগরে কোলে,
কভু রায় ধনীর কোলেতে।
দেখিয়া দোঁহার কাম, লাজেতে পলায় লাজ,
লাজ, লাজ পাইয়া মনেতে ॥
প্রেমরস উঠে উথলে, নির্গত হইবার কালে,
দুইজনে হইল মোহিত।
ঘন ঘন শ্বাস বহে, দোঁহে দোঁহা চাপি রহে,
নিঃশব্দেতে স্পন্দন রহিত ॥

নির্গত হইল কাম, পূর্ণ হৈল মনস্কাম,
প্রেমানন্দে আনন্দ যুবতী।
হেনমতে তিনবার, নাগরে করে বিহার,
হর্ষে পোহাইল রাতি॥
রজনী দেখি প্রভাত, পূর্ব্বদিগে দিননাথ,
প্রকাশিয়া হইল উদিত।
রমুদাস এই কয়, যে জন রসিক হয়,
এ রসেতে সে জন মোহিত॥

অথ দিবা শৃঙ্গারান্তে তারিণীর স্নান।

রমণান্তে দুইজন বসিল পালঙ্কে।
রতিশ্রম পাসরিল অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥
গোপন ভাবেতে ছিল যত সখীগণ।
শুনিয়া দোঁহার কথা আইল তখন॥
সুবাসিত বারি আনি দিল সখীগণ।
দুইজনে করিলেক মুখ প্রক্ষালন॥
সখীগণে দেখি রামা লজ্জিত বদন।
আপনি সারিয়া বৈসে অঙ্গের বসন॥

সখিগণ বলে শুন শুন ঠাকুরাণী।
এত লাজ কর কেন দেখিয়া শঙ্গিনী॥
প্রিয়সখী আছে তব কাছেতে বসিয়ে।
আমরা সকলে যাই থাক লজ্জা লয়ে॥
শুনি ধনী সঙ্গিনীর অঞ্চল ধরিল।
মৃদুস্বরে সখিগণে কহিতে লাগিল॥
তোমাদের সানুকূলে মিলিল শাঙ্গনী।
করুণ জানিয়া কেন কহ হেন বাণী॥
সখিগণ বলে শুন করি নিবেদন।
তাহার যুগল রূপ করিতে দর্শন॥
মনেতে বাসনা ইহা ছিল বহু দিন।
বাসনা পুরালেন চণ্ডী হৈল সুদিন॥
হেন মতে সখীসনে নানা কথা হয়।
পুর্ব্বমত নারিবেশ ধরিলেক রায়॥
নারীবেশে থাকে রায় সঙ্গীণির ঘরে।
হেন মতে তথা ভূপ বঞ্চে নিরন্তরে॥

নানামতে রতিক্রীড়া করয়ে রাজন।
নিত্য নিত্য নুতন বিহারে দুই জন॥
এক দিন দিবাভাগে রাজার নন্দিনী।
নিজাগারে শয্যাপরে নিদ্রা যায় ধনী॥
আর যত সখীগণ ঘুমে অচেতন।
জাগ্রত আছয়ে মাত্র রাজার নন্দন॥
ধিরে ধিরে গেল রায় তারিণীর ঘরে।
দেখিল নিদ্রিত ধনী শয্যার উপরে॥
বসন খশিয়া গেছে আলু থালু প্রায়।
দেখিয়া তো রসরায় প্রফুল্ল হৃদয়॥
খট্টোপরে উঠি তবে বসিল রাজন।
দেখিলেক তারিণীর নাহিক চেতন॥
কুচকলি প্রস্ফুটিত ডালিম্ব সমান।
দেখিয়াত নরপতি কামে হতজ্ঞান॥
কামবাণে ভুপতির রাজার শরীর মোহিল।
শীহরিয়ে উঠে অঙ্গ থর থর কম্পিল॥

...নমত্ত হৈয়া তবে রাজার নন্দন।
ঘন ঘন যুবতির চুম্বয়ে বদন॥
কুচকলি মর্দ্দন করয়ে মনসুখে।
...মৃত পান করে রহে মুখে মুখে॥
... ত্যাজি রসরাজ করয়ে রমণ।
... মুখে বুকে বুকে রহে দুই জন॥
... নিশি জাগরণে ছিল দুই জনে।
... না ভাঙ্গে ধনীর তাহার কারণে॥
...যোগে সুখোদয় দ্বিগুণ হইল।
... রসবতী নাগরে ধরিল॥
...রশে যত সুখ একর্ম্মেতে হয়।
... ভাবি সকলে দেখহ মহাশয়॥
... নিদ্রা করি রায় উঠিয়া বসিল।
...রে রসবতী চেতন পাইল॥
...থে বসিয়া রায় দেখিলেক ধনী।
... হেন কর্ম্ম করে গুণমণি॥

ক্রোধযুক্ত হয়ে রামা করয়ে ভৎর্সন।
এমন নির্লজ্জ আমি না দেখি কখন॥
হেন হে কুচ্ছিত কর্ম্ম দিবসে করিলে।
কেহ পাছে দেখে ইহা মনে না ভাবিলে॥
দৈবে যদি পিতা মাতা আসিত এথায়।
কি লজ্জা হইত তবে ভাবি দেখ রায়॥
এমন নির্ল্লজ্জ তুমি আগেতে জানিলে।
তবে কি মজিত মন তব প্রেমানলে॥
লাজভয় যে জনার তিলার্দ্ধেতে নাই।
তার সনে প্রেম করা এ বড় বালাই॥
অভিমানে কান্দে রামা উন্মাদিনী প্রায়।
এমন লম্পট কেন মিলিল আমায়॥
ক্রন্দন শুনিয়া উঠে যত সখিগণ।
তারিণীর নিকটেতে দিল দরশন॥
দেখিল দুজনে আছে একত্রে বসিয়া।
আচম্বিতে কান্দে রামা শীরে কর দিয়া॥

ক্রোধযুক্ত হয়ে রামা কর ... তারিণী।
এমন নির্লজ্জ আমি ...
কেবল ... কচি আমি এহার জীবন।
শুনিয়া ধনীর কথা কহে সখীগণ॥
কেন হে এ হেন কর্ম্ম করিলে নাগর।
অনুমতি দিল ধনী যাহ স্থানান্তর॥
যে দেখি ইহার ক্রোধ বড়ই বিষম।
বিপরীত হবে ইথে করি অনুপম॥
ক্ষণেক যাও হে রায় বাটীর বাহিরে।
শান্ত হলে রাজবালা এস পুনঃ ফিরে॥
রাজা বলে সখীগণ বলিহে তোমায়।
যদ্যপি হইলাম দোষী ও রাঙ্গাপায়॥
শেষে দেখি একবার ও চরণে ধরে।
দয়া না করেন যদি যাব স্থানান্তরে॥
না করেন দয়া যদি জীবনে বিফল।
বসু বলে এই দ্বিবা শৃঙ্গারের ফল॥